POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ (آل عمران:177)

এবং যাহারা কুফরীর মধ্যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহারা যেন তোমাকে বিষন্ন না করে, তাহারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ রাখিতে চাহেন না, এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব রহিয়াছে। (আলে ইমরান:১৭৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 9

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 27 ফেব্রুয়ারী, 2020 2 রজব 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

আঁ হযরত (সা.)-এর চারিত্রিক গুণাবলী এমন ছিল যা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সর্বগুণসমন্বিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী কেবল ফাঁকা বুলি নয়, বরং সেগুলির সত্যতার প্রমাণ আমাদের হাতে এমনটাই যেভাবে সংখ্যা ও গণিতের সূত্রগুলি নির্ভুল এবং আস্থাস্থাপনের যোগ্য। যেভাবে দুই আর দুই যোগ করলে চার হয়, ঠিক সেভাবেই তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী প্রমাণ করা যায়। কিন্তু অন্য কোনও নবীর অনুসারী এমনটি করতে সক্ষম হবে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

রসুল করীম (সা.)-এর অত্যুচ্চ নৈতিক আদর্শ

আঁ হযরত (সা.) ছিলেন পূর্ণতম দৃষ্টান্ত ও আদর্শ, যিনি যাবতীয় নৈতিকতায় সর্বগুণসম্পন্ন। এই কারণেই তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে- **"ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম"** (কলম: ৫) অর্থাৎ , নিশ্চয় তুমি এক মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত আছ।

কখনও তিনি নিজের বাগ্মিতা দ্বারা এক জনগোষ্ঠীকে হতবুদ্ধি করে তোলেন। কখনও আবার যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। উদারতা ও দানশীলতার প্রসঙ্গ এলে পর্বতসম স্বর্ণ দান করে দেন। ক্ষমার মাহাত্ম্য প্রদর্শন করেন, তখন হত্যাযোগ্য অপরাধীকেও অব্যহতি দেন। মোটকথা আল্লাহ্ তা'লা রসূল করীম (সা.)এর অনন্য ও পূর্ণতম যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন, সেগুলির উপমা এমন মহীরুহের, যার ছায়াতলে বসে মানুষ এর প্রত্যেকটি অংশ দ্বারা নিজের চাহিদা পুরণ করে। যে বৃক্ষের ফল, ফুল, বাকল, পাতা-মোটকথা প্রত্যেক বস্তু উপযোগী। আঁ হযরত (সা.)-এর উপমা সেই মহীরুহের ন্যায় যার ছায়ায় কোটি কোটি সৃষ্টি আশ্রয় ও সুখ লাভ করে, যেভাবে পক্ষীডানার নীচে পক্ষী শাবকরা। যুদ্ধের ময়দানে সেই ব্যক্তিকে সব থেকে বড় যোদ্ধা মনে করা হত, যে আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে থাকত। কেননা, তিনি অত্যন্ত বিপদসংকুল স্থানে যুদ্ধ করতেন। আল্লাহ্‌র মহিমা কতই না পবিত্র! উহদের যুদ্ধের কথা স্মরণ করুন, যেখানে তাঁর উপর অবিরাম তরবারি দিয়ে আক্রমণ হচ্ছিল। এমন তুমুল যুদ্ধ হচ্ছিল যা সাহাবারা পর্যন্ত প্রতিহত করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। কিন্তু এই বীর যোদ্ধা বুক চিতিয়ে লড়ে যাচ্ছিলেন। তবে এতে সাহাবাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। বরং অন্তর্নিহিত রহস্য এই যে, এর মাধ্যমে রসুল করীম (সা.)-এর বীরত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হওয়া অভীপ্সিত ছিল। একবার তাঁর উপর অবিরাম তরবারি নিয়ে আক্রমণ করা হয়, আর তিনি নবুয়তের দাবী করে বলছিলেন, আমি মহম্মদ রসুলুল্লাহ॥ কথিত আছে, আঁ হযরত (সা.)-এর ললাটে সত্তরটি আঘাত লেগেছিল। যদিও সেই আঘাত লঘুতর ছিল, তথাপি এর দ্বারা তাঁর উচ্চ চারিত্রিক গুণ প্রকাশ পায়।

এক সময় ছিল যখন এত সংখ্যক মেষপাল ছিল যা হয়তো কাসার ও কয়সরের কাছেও ছিল না। তিনি সেগুলির সবই একজন যাচনাকারীকে দান করে দেন। তাঁর কাছে যদি দেওয়ার মতই কিছু না থাকত, তবে এমন মহানুভবতা তিনি কিভাবেই বা দেখাতে পারতেন! তিনি যদি প্রশাসকের ভূমিকায় না আসতেন, তবে একথা কিভাবে প্রমাণিত হত যে মক্কার সেই সব হত্যাযোগ্য অপরাধীদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিতেন, যারা সম্মানীয় সাহাবা, মুসলমান মহিলা, এমনকি তাঁকে নিজেকেও অশেষ যাতনা দিয়েছিল। তারা যখন সামনে এল, তিনি ঘোষণা করলেন- **'লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইয়াওম।'** আমি তোমাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলাম। যদি এমন সুযোগ না আসত, তবে তাঁ উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রকাশ পেত? এই মহিমা কেবল তাঁরই ছিল। এমন কোনও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট আছে কি যা তাঁর মধ্যে ছিল না, আর তা তাঁর মধ্যে পরম উৎকর্ষে পৌছায় নি?

হযরত মসীহ (আ.)-এর জীবন পর্যবেক্ষন করলে বলতে হয় যে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিতই থেকেছে। দুষ্টপ্রকৃতির ইহুদীরা, যারা সরকারের বিভিন্ন পদে ক্ষমতাসীন ছিল, যাদেরকে রোমীয় সরকার প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত, তারা মসীহকে উত্যক্ত করতে থাকে। কিন্তু মসীহ নিজের জীবনে কখনই ক্ষমতাসীন ছিলেন না, যা থেকে বোঝা যেত যে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এর বিপরীতে আঁ হযরত (সা.)-এর চারিত্রিক গুণাবলী এমন ছিল যা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সর্বগুণসমন্বিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী কেবল ফাঁকা বুলি নয়, বরং সেগুলির সত্যতার প্রমাণ আমাদের হাতে এমনটাই যেভাবে সংখ্যা ও গণিতের সূত্রগুলি নির্ভুল এবং আস্থাস্থাপনের যোগ্য। যেভাবে দুই আর দুই যোগ করলে চার হয়, ঠিক সেভাবেই তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী প্রমাণ করা যায়। কিন্তু অন্য কোনও নবীর অনুসারী এমনটি করতে সক্ষম হবে না। এজনই তাঁর উপমা এমন এক মহীরুহের, যার শিকড়, বাকল, ফল, ফুল এবং পাতা-মোটকথা প্রত্যেকটি বস্তু পরম উপযোগী এবং এগুলি সুখ ও আনন্দ প্রদান করে। যেহেতু আঁ হযরত (সা.)-এর পর উম্মতের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তাই এর মধ্যে সামগ্রিকভাবে নৈতিকতা অবশিষ্ট ছিল না, বরং এর পরিবর্তে তাদের সামগ্রিক চারিত্রিক আদর্শগুলি পৃথক পৃথক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে উম্মতের বিভিন্ন অংশে। এই কারণে এক একজন মানুষ এক এক প্রকারের গুণকে অনায়াসে আয়ত্ত করে ফেলে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৪-১১৭, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হযরত খলিফাতুল মসীহ খামিস (আইঃ)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে লাজনা ইমাইল্লাহর তরবিয়্যতি দায়িত্বাবলী

বুশরা পাশা সাহেবা
সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত

অনুবাদক: মির্যা ইনামুল কবীর,
মুয়াল্লিম সিলসিলা

(৩য় পর্ব)

তিনি আবার বলেন যে, - "লাজনাদের পদাধিকারীরা স্মরণ রাখুন যে, নাসেরাত ও তরুণী লাজনাদের ভালোবাসার সঙ্গে আয়ত্ব করতে হবে। তাদের মধ্যে ধর্মীয় কাজের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে হবে।"

তিনি আবার পিতা-মাতাকে স্মরণ করিয়ে বলেন, - ".....এ ব্যাপারে পিতা-মাতার ও জামাতি ব্যবস্থাপনা ও অঙ্গসংগঠনের সঙ্গে সহযোগীতা করা উচিত।..... এই দায়িত্ব হল যে, নিজ সন্তানদের ঐ আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে বাঁচান।" *(খুতবা জুমা এপ্রিল ২০১০)*

আবার লজ্জাশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া একজন আহমদী নারী এবং মায়ের জন্য অতি আবশ্যিক। লজ্জা ঈমানের অংশ। লজ্জা এমন একটা চারিত্রিক গুণ যা মানুষকে পর্দার পা-বান্দ্ করে তোলে। যেখানে লজ্জাবোধ শেষ হয়ে যায় সেখানে পবিত্রতা ও সাধুতার কোন গ্যারান্টি নেই। মহানবী (সাঃ) আমাদের সম্মুখে কত সুন্দর কথা বলেছেন **"আল হায়াউ খায়রু কুল্লুহু"** অর্থাৎ লজ্জাবোধ প্রকৃতই উত্তম। নারীদের সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে বড় শত্রু হল নির্লজ্জতা। যদি আমরা বাহ্যিক পর্দা করে নিই আর তার সঙ্গে যদি লজ্জাশীলতা না থাকে তাহলে বাহ্যিক পর্দার কোন মূল্য নেই।

হুজুর বলেন : -

"নিজের পোষাককে এমন রাখুন যা একটা লজ্জাশীল পোষাক হবে। অন্যরা যারা পর্দার করার বয়সে উপনীত হয়ে গেছে তারা বিশেষ ভাবে নিজেদের পোষাকের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। এবং কোট ও হিজাব ইত্যাদি পর্দার সঙ্গে পরিধান করুন।"

(বক্তৃতা জলসা ইউ. কে ২০০৫)

সৎ নারীদের লক্ষণ এই বলা হয়েছে যে, তারা লজ্জাশীল হয় ও লজ্জাশীলতাকে প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে থাকে। আবার আমাদের পর্দার মান কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে হুজুর বলেন :-

"আহমদী নারীদের নিজ হতেই পর্দার খেয়াল রাখা উচিত। তাদের অন্তরে নিজ হতেই অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া উচিত যে, আমরা পর্দা করব। এমন নয় যে, তাদের স্মরণ করাতে হবে। আহমদী নারীদের তো পর্দার এমন মানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া উচিত যে, তারা একটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে যাবে। এবং পর্দার এই মান সর্বস্থলে একইরূপ হবে। এই নয় যে যখন জলসাতে বা ইজলাসে অথবা মসজিদে আসে তখন হিজাব বা পর্দাবৃত হোক এবং বাজারে ঘোরার সময় সম্পূর্ণ অন্য চেহারাতে হোক। আহমদী নারী পর্দা এজন্য করবে যে, এটা খোদাতা'লার নির্দেশ। এবং সমাজের কু-দৃষ্টি হতে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা। সেজন্য নিজের পদ-মর্যাদা একইরূপ রাখুন। কোন ভিন্ন রূপ সৃষ্টি করবেন না।" *(বক্তৃতা জলসা সালানা ইউ. কে. ২০০৫)*

পর্দা কিরূপ হওয়া উচিত এ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, - "শুধুমাত্র হিজাব নিলেই পর্দা হয়ে যায় না। যতক্ষণ না লজ্জাবোধ না থাকবে, নারী-পুরুষ, ছেলে ও মেয়েদের পরস্পর মেলা-মেশাতে দূরত্ব না থাকবে। এ-কথা সর্বদা স্মরণে রাখুন যে, নারীদের পর্দা কোরানের নির্দেশ অনুসারে হওয়া উচিত, যখন তারা বাইরে বের হবে তখন কোন প্রকারের সৌন্দর্য ও অলঙ্কার অন্যরা যেন দেখতে না পায়।, মাথা আবৃত হবে, চুলের পর্দা হবে, মুখ মণ্ডলের পর্দা হবে। আবশ্যিক নয় যে, নাক বন্ধ করে চলতে হবে। যদি মেক-আপ বা সৌন্দর্যায়ন না করে থাকেন তাহলে এটা কপাল ও চুলের পর্দা, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু যদি মেক আপ করে থাকেন তাহলে অবশ্যই চেহারা বা মুখমণ্ডল ঢাকতে হবে।

(আল ইন্টার ন্যাশনাল ১২ আগষ্ট ২০১১)

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) আরও বলেন : -

"সুতরাং প্রত্যেক আহমদী মেয়ে এ কথা স্মরণ রাাখে যে, সে এই যুগে হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে মান্য করে ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে। তাঁর জামাতে শামিল হয়ে তার একটা মর্যাদা একটা পবিত্রতা রয়েছে যা তাকে অন্যদের হতে বিশিষ্ট করে। কিন্তু এই পরিচয় ও এই বিশেষত্ব শুধুমাত্র তখনই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে যে, ইসলামী শিক্ষার উপর আমলকারী হয়। নিজেকে শয়তানী আক্রমণ হতে সুরক্ষিত রাখে। আর তার জন্য খোদাতা'লার দরবারে দোয়া করার সাথে সাথে নিজেকে সেই পোষাক দ্বারা আবৃত করে যা তাকওয়া বা খোদা ভীতির পোষাক।"

(আল ইন্টার ন্যাশনাল ১২ আগষ্ট ২০১১)

ইসলাম নারীদেরকে এক মহান শিক্ষিকা রূপে উপস্থান করেছে। শুধুমাত্র গৃহের শিক্ষিকা স্বরূপই নয় বরং বাইরের শিক্ষিকা স্বরূপও। একজন নারীর দায়িত্ব যেখানে ভবিষ্যতে আগমনকারী সন্তানদের তরবিয়্যত করা। যেখানে মোমেনার প্রতি সমাজের দায়িত্বও বর্তায়। ইসলাম সমাজকে পবিত্র ও জান্নাত তুল্য বানাতে চায়। কিন্তু এমন নোংরামী রয়েছে যদি সেগুলো বৃদ্ধি পায় তাহলে তাহলে সমাজের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে থাকে। যেমন অহংকার হল জাতীর গর্ব, কু-ধারনা, সন্দেহ পোষণ, হিংসা, চরবৃত্তি করা, অপবাদ দেওয়া ত্রুটি সন্ধান করা ইত্যাদি।

হজরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন :-

"অর্থাৎ মানুষদের সেই কথা বল যা প্রকৃতই নেক কথা। একটা জাতি অন্য জাতির যেন উপহাস না করে, হতে পারে যে, যার সঙ্গে উপহাস করা হচ্ছে সেই প্রকৃতপক্ষে উত্তম।.....এবং অপবাদ আরোপ করো না। নিজেদের মানুষদের খারাপ নাম রেখো না। সন্দেহ মূলক কথা বলো না এবং দোষ-ত্রুটিকে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করো না। পরস্পরের প্রতি অপবাদ আরোপ করো না। কারোর প্রতি সেই মিথ্যা অপবাদ আরোপ করো না যে বিষয়ে তোমাদের নিকট কোন প্রমাণ নেই।"

(ইসলামী নীতিদর্শন, রুহানী খাযায়েন ১০খণ্ড, পৃ : ৩৫০)

হজরত খলিফাতুল মসীহ্ খামিস বলেন :-

"কিছু কিছু মহিলাদের মধ্যে উজর খুব বেশি হয়ে থাকে। উজরের মানে হল গর্ব ও অহংকার। যদি কিছু পয়সা অন্যের চেয়ে চেয়ে বেশি হাতে চলে আসে তাহলে নিজে নিজেকে কিছু করতে মনে করতে লাগে। যদি কোন ভালো বংশের হয় তার উপরই অহংকার করে, যদি একটু বেশি জ্ঞান থাকে তাহলে তা নিয়েই গর্ব করে।"

যাদের মাঝে অহংকার ও স্বার্থপরতা থাকে তাদের সম্বন্ধে বলেন : -

"অতঃপর এমন মহিলাদের অন্তরে পদাধিকারীর প্রতি সম্মান থাকে না।.....পরে ধীরে ধীরে খিলাফতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা থেকেও পিছনে সরে যায়। জামাত থেকেও পিছনে সরে যায়।"

(জলসা সালানা হল্যান্ড ২০০৪)

আবার কু-ধারণা সম্পর্কে তিনি বলেন :-

"কু-ধারণা পোষন করা এমন একটা পাপ যা সমস্ত পাপের মূল এবং যাবতীয় ঝগড়া অশান্তিরও মূল। যদি এসব কু-ধারণা দূর হয়ে যায় তাহলে অনেক ধরণের সমস্যা যা পারিবারিক ঝগড়ার মধ্যে ও থাকে এবং নিজেদের সামাজিক ঝগড়ার মাঝেও সৃষ্টি হয়, সে সমস্ত শেষ হয়ে যাবে।"

তিনি বলেন : -

"আবার অপবাদ আরোপ করা এটা ও একটা পাপ। অন্যের প্রতি অকারণে কোন কথাতে অপবাদ লাগিয়ে দেওয়া, এর ফলে প্রথমতঃ সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন ধরে এবং সমাজের মধ্যে নোংরামী ও সৃষ্টি হয়।.....আবার হিংসা, এটাও একটা অনেক বড় পাপ। এর থেকে দূরে থাকা উচিত। যখন হিংসা থেকে দূরে থাকবেন তখন অন্যকেও হিংসা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিতে পারবেন।..... আবার না জেনে কথা বলা ও একটা অনেক বড় পাপ।.....হাদিসে এসেছে যে, শোনা-শুনি কথা একেবার খারাপ বিষয়। যে কথা চাক্ষুষ দেখা হবে সেটাকে ও অনেক সাবধানতার সঙ্গে রাখা উচিত। এই নয় যে, শোনা-শুনি কথা প্রচার করে দিক।.....কুৎসা বা সমালোচনা এমন এক ধরনের রোগ যার সম্বন্ধে বলেছেন যা তুমি যেন নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করছ। কেউ কি পছন্দ করে যে সে নিজের মৃত বোনের মাংস ভক্ষণ করুক। যদি তোমাদের এটা পছন্দ হয়ে না থাকে তাহলে কুৎসা বা সমালোচনাও করবে না।"

হুজুর মায়েদের এবং মেয়েদের উপদেশ দিয়ে বলেন :-

"এই যে কিছু কথা আমি বললাম, সেগুলোকে যদি প্রতিষ্ঠিত রাখেন তাহলে এগুলোই সেই নেকি যা আপনাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হবে । এবং আপনারা সেগুলোর প্রসার করবেন। এই সমস্ত পাপ যদি সেগুলো আপনারা নিজেদের মাঝ থেকে বের করে ফেলেন তাহলে সেই পাপ সমূহকে আপনারা প্রতিহত করতেবন। অতঃপর যখন একজন আহমদী নারী, একজন আহমদী মেয়ে এই সমস্ত কথাগুলোকে অবলম্বন করবেন এবং সম্মুখে এগোবেন, তখন

এরপর ১১ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

নবী করীম (সা.) বলেছেন হে ইবনে রাওয়াহা! আল্লাহ্ তোমাকে অবিচলতা দান করুন। হিশাম বিন উরওয়াহ বলেন, আল্লাহ্ তাকে সেই দোয়ার কল্যাণে শহীদ হওয়া পর্যন্ত অবিচল রেখেছিলেন, আর তাঁর জন্য জান্নাতের দুয়ারসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছিল।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য নিয়ে আলোচনা

ফযলে উমর হাসপাতালে ত্রিশ বছরের বেশি সময়কাল পর্যন্ত সেবাদানকারী ডক্টর লতীফ আহমদ কুরায়েশী সাহেবের মৃত্যু। তাঁর প্রশংসাংসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ২৪ জানুয়ারী , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২৪ সুলাহ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)। তার পিতার নাম ছিল রওয়াহা বিন সা'লেবা এবং তার মায়ের নাম ছিল কাবশাহ্ বিনতে ওয়াক্বেদ বিন আমর, যিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু হারেস বিন খাযরাজ বংশের সদস্যা ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) আকাবার বয়আতেও যোগদান করেন আর (তিনি) বনু হারেস বিন খাযরাজের নেতা ছিলেন। তার ডাক নাম ছিল আবু মুহাম্মদ। কেউ কেউ আবু রওয়াহা এবং আবু আমরও উল্লেখ করেছে।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৫)

জনৈক আনসারের বর্ণনামতে মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা ও হযরত মিক্বদাদ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। ইবনে সা'দ-এর মতে তিনি মহানবী (সা.)-এর একজন কাতেব বা ওহী-লেখকও ছিলেন।

(আল আসাব ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৩)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) বদর, উহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া, খায়বার ও উমরাতুল কাযাসহ সকল যু দ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মূতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। মূতার যুদ্ধের নেতাদের মধ্যে তিনিও একজন নেতা ছিলেন।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন যখন তিনি (সা.) খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবা চলাকালে তিনি (সা.) বলেন, বসে যাও– একথা শোনামাত্রই তিনি (রা.) মসজিদের বাইরে যেখানে ছিলেন সেখানেই বসে পড়েন। মহানবী (সা.) যখন খুতবা শেষ করেন এবং এই সংবাদ পান তখন তিনি তাকে বলেন,

زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا عَلٰى طَوَاعِيَةِ اللّٰهِ وَطَوَاعِيَةِ رَسُوْلِهٖ অর্থাৎ,'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্যের স্পৃহা আল্লাহ্ তোমার মাঝে আরও বৃদ্ধি করুন।'(আনুগত্যের) অনুরূপ ঘটনা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) সম্পর্কে(ও) হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং তার বরাতে সেই ঘটনা আমি তার সম্পর্কে প্রদত্ত এক খুতবায় বর্ণনা করেছি। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) সম্পর্কেও এই রেওয়ায়েত রয়েছে যে, তিনিও বাইরে বসে ছিলেন, আর উক্ত কথা শোনামাত্রই দরজায় বসে পড়েন এবং এভাবে বসে বসেই ভেতরে আসেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)জিহাদের উদ্দেশ্যে সবার আগে বাসা থেকে রওয়ানা হতেন এবং সবার শেষে ফিরে আসতেন। হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি সেদিন হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি যেদিন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার স্মৃতিচারণ করব না। তিনি যখন সম্মুখ থেকে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন আমার বক্ষে হাত রাখতেন, অর্থাৎ বিষয়টি এমন ছিল যার উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি বলেন, যখনই তিনি আমার সাথে দেখা করার মানসে সম্মুখ থেকে আসতেন বা আমার সাথে সাক্ষাৎ হতো তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা আমার বক্ষে হাত রাখতেন। হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, আর ফিরে যাবার সময় যখন তার সাথে আমার দেখা হতো তখন তিনি আমার দু'কাঁধের মাঝখানে হাত রাখতেন এবং আমাকে বলতেন, **'ইয়া উয়ায়মের! ইজলিস ফাল্নু'মিন সাআত'** অর্থাৎ, 'হে উয়ায়মের! বসো, কিছুক্ষণ আমরা ঈমানকে সতেজ করি!'এরপর যতক্ষণ আল্লাহ্ চাইতেন আমরা বসে আল্লাহ্ তা'লার যিকর বা স্মরণ করতাম। পুনরায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) বলতেন, 'হে উয়ায়মের! এগুলো হলো ঈমানের আসর বা বৈঠক।'

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৫-২৩৬) (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪) (সুনানে ইবনে দাউদ, কিতাবুস সলাত, হাদীস-১০৯১)

হযরত ইমাম আহমদ এর গ্রন্থ কিতাবুয্ যুহদ-এ বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) যখন কোন সঙ্গীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন বলতেন, এসো কিছুক্ষণের জন্য আমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনার স্মৃতিকে সতেজ করি। এই (গ্রন্থে ই) রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'লা ইবনে রওয়াহার প্রতি কৃপা করুন; সে এমন সব বৈঠককে ভালোবাসে যা নিয়ে ফিরিশতারাও গর্ব করে।'

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, 'নি'মার রাজুলু আব্দুল্লাহ্ ইবনু রওয়াহা'। অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা কতই না উত্তম ব্যক্তি। খায়বারের বিজয়ের পর মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহাকে ফল এবং ফসল ইত্যাদির পরিমাণ নিরূপণের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। একবার হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। মহানবী (সা.) তার শুশ্রূষার জন্য আসেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! যদি তার নির্ধারিত সময় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি কর। অর্থাৎ এটি যদি তার মৃত্যুর সময় হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য তা সহজ করে দাও। আর যদি তার নির্ধারিত সময় না এসে থাকে তাহলে তাকে আরোগ্য দান কর। এই দোয়ার পর হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-এর জ্বর কিছুটা কমে যায়, তিনি কিছুটা সুস্থ অনুভব করেন। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! যখন আমি অসুস্থ ছিলাম তখন আমার মা বলছিলেন, হায় আমার পাহাড়, হায় আমার আশ্রয়। তখন আমি দেখলাম একজন ফিরিশতা লৌহগদা হাতে দাঁড়িয়ে বলছিল যে, তুমি কি আসলেই এমন। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে আমাকে সেই গদা দিয়ে আঘাত করে।

এ সম্পর্কিত আরেকটি রেওয়ায়েত এটিও রয়েছে, আর এটিই অধিক সঠিক মনে হয় যে, তিনি বলেন, ফিরিশতা একটি লৌহগদা উঠিয়ে

রেখেছিল আর সে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে, তুমি কি তেমনই যেমনটি তোমার মা বলছে,অর্থাৎ তুমি পাহাড় এবং আমার আশ্রয়- এটি তো শিরক করার মতো কথা হয়ে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা বলেন, আমি যদি বলতাম হ্যাঁ, আমি এমনই, তাহলে সে অবশ্যই আমাকে গদা দিয়ে আঘাত করত।

(আততাবকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪১৭)

তিনি কবিও ছিলেন আর সেই কবিদের একজন ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে বিরোধীদের অপালাপের উত্তর প্রদান করত। সেগুলোর মাঝে কয়েকটি পঙক্তি হলো

إِنِّي تَفَرَّسْتُ فِيكَ الْخَيْرَ أَعْرِفُهُ وَ اللهُ يَعْلَمُ أَنْ مَا خَانَنِي الْبَصَرُ
أَنْتَ النَّبِيُّ وَ مَنْ يُحْرَمْ شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ فَقَدْ أَزْرَى بِهِ الْقَدَرُ
فَثَبَّتَ اللهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنٍ تَثْبِيتَ مُوْسَى وَنَصْرًا كَالَّذِيْ نُصِرُوْا

অর্থাৎ আমি আপনার পবিত্র সত্তায় অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর সত্তায় কল্যাণ খুঁজে পেয়েছিলাম, আর আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, আমার দৃষ্টি প্রতারিত হয় নি। আপনি নবী। কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তিকে আপনার সুপারিশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে নিঃসন্দেহে ভাগ্য বা তক্বদীর তাকে অর্থহীন করে দিয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যে আপনাকে অবিচলতা দান করুন যেভাবে তিনি মূসা (আ.)-কে অবিচল রেখেছিলেন আর তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) আপনার সাহায্য করুন যেভাবে তিনি সেসব নবীর সাহায্য করেছেন।

মহানবী(সা.) এই পঙ্ক্তিগুলো শুনে বলেন, হে ইবনে রওয়াহা! আল্লাহ্ তোমাকে অবিচল রাখুন। হিশ্শাম বিন উরওয়া বলেন, এই দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে পূর্ণ অবিচল রাখেন, এমনকি তিনি যখন শহীদ হন,তার জন্য জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয় আর (তিনি) তাতে শহীদ হয়ে প্রবেশ করেন। ইবনে সা'দ এর রেওয়ায়েত রয়েছে যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়-وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ (সূরা শুআরা: ২২৫) অর্থাৎ আর কবিদের বিষয় হলো, কেবল পথভ্রান্তরা-ই তাদের অনুসরণ করে। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা বলেন, আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, আমি কি (তাহলে) তাদের অন্তর্ভুক্ত? তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন- **"আল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি"** (সূরা শুআরা: ২২৮) অর্থাৎ তারা ব্যতিরেকে যারা তাদের মধ্য থেকে ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে। মু'জেমুশ্ শুআরা-এর প্রণেতা লিখেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা অজ্ঞতার যুগেও অনেক সম্মানিত ছিলেন এবং ইসলামেও তিনি অনেক উন্নত মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এরমর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব-গাঁথায়এমন একটি পঙ্ক্তি বলেছেন যেটিকে তার শ্রেষ্ঠ পঙ্ক্তি বলা যেতে পারে। এই পঙ্ক্তিটি তার হৃদয়ের চিত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এই পঙ্ক্তিতে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) মহানবী (সা.) কে সম্বোধন করে বলেন:

لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ اٰيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ كَانَتْ بَدِيْهَتُهُ تُنْبِيْكَ بِالْخَبَرِ

অর্থাৎ যদি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্তা সম্পর্কে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী না-ও থাকত তাহলে তাঁর (সা.) সত্তা-ই প্রকৃত বাস্তবতা অবগত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা লি ইবনে হাজার আসাকালানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭২-৭৫) (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৬) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০১)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা অজ্ঞতার যু গে লেখাপড়া জানতেন। অথচ, সেযুগে আরবে লেখাপড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল। বদরের যুদ্ধ শেষে মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) কে মদিনা অভিমুখে এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহাকে আওয়ালী অভিমুখে বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য বদর প্রান্তর থেকে প্রেরণ করেন। মদিনার উপরের দিকে চার মাইল থেকে আট মাইলের মধ্যে অবস্থিত বা বিস্তৃত অঞ্চলকে আওয়ালী বলে। এ অঞ্চলে কুবার জনবসতি এবং আরো কতিপয় গোত্র বসবাস করে। হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) উটে চড়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। তিনি তার ছড়ি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করছিলেন। তাঁর সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহাও ছিলেন। তিনি তাঁর (সা.) উটের লাগাম ধরে রেখেছিলেন এবং এই পঙ্ক্তি পাঠ করছিলেন:

خَلُّوْا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهْ
نَحْنُ ضَرَبْنَاكُمْ عَلٰى تَأْوِيْلِهْ
ضَرْبًا يُّزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهْ

(খাল্লু বনিল কুফ্ফারে আন সাবিলিহ্
নাহনু যারাবনাকুম আলা তা'ভিলিহ্
যারবাই ইয়ুযিলুল হামা আন মাকিলিহ্)

অর্থাৎ হে কাফেরের দল! তাঁর (সা.) পথ থেকে সরে যাও, আমরা তাঁর (সা.) প্রত্যাবর্তনে তোমাদের ওপর এমন আঘাত করেছিযা তোমাদের ঘুম হারাম করে দেয়।

হযরত কায়েস বিন আবু হাযেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন র ওয়াহা (রা.)-কে বলেন, নীচে নেমে আমাদের উটগুলোর গতিসঞ্চার করঅর্থাৎ কিছু কবিতা বলে উটগুলোর মাঝে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কর যেমনটি ইহুদিরা বলে থাকে। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি তো এসব বাক্য বলা ছেড়ে দিয়েছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, শোন এবং আনুগত্য কর। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন র ওয়াহা এই কবিতা পড়তে পড়তে নিজের উট থেকে নামেন-

يَا رَبِّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا
وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
إِنَّ الْكُفَّارَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

(ইয়া রাব্বে লাও লা আনতা মাহ্তাদাইনা, ওয়া লা তাসাদ্দাকনা ওয়া লা সাল্লাইনা ফাআনযেলান সাকিনাতান আলাইনা, ওয়া সাব্বিতিল আক্বদামা ইন লা কাইনা ইন্নাল কুফ্ফারা ক্বাদ বাগাও আলাইনা।)

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! তুমি যদি না থাকতে তাহলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। আমরা দান-খয়রাতও করতাম না আর নামাযও পড়তাম না। আমাদের প্রতি সুখ ও প্রশান্তি অবতীর্ণ কর এবং আমরা যখন শত্রুর মোকাবিলা করব তখন আমাদের পদদ্বয়কে সুদৃঢ় রেখো। কেননা, কাফেররা আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে।

ওকী' বলেন, অন্য বর্ণনাকারী এর সাথে, **'ওয়া ইন আরাদূ ফিতনাতান আবাইনা'**-ও যোগ করেছে;অর্থাৎ তারা ফিতনা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাইলে আমরা তা অস্বীকার করি। অর্থাৎ আমরা এই ফিতনা ও নৈরাজ্যকে প্রতিহত করি এবং এটিকে ছড়াতে দিই না। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি এদের প্রতি কৃপা কর। এতে হযরত উমর (রা.) বলেন, অবধারিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণে এই রহমত বা কৃপা অবধারিত হয়ে গেছে।

হযরত উবাদা বিন সামেত হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন হযরত আব্দুল্ল াহ্ বিন রওয়াহার শুশ্রূষার জন্য যান তখন তিনি (রা.) তাঁর (সা.) সম্মানে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছিলেন না। তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের কি জানা আছে, আমার উম্মতের শহীদ কারা? লোকজন বলে, মুসলমানের নিহত হওয়াই শাহাদাত। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে তো আমার উম্মতের শহীদের সংখ্যা অনেক কমিয়ে দেওয়া হলো। মহানবী (সা.) বলেন, মুসলমানের নিহত হওয়া, পেটের পীড়ায় মৃত্যু বরণ করা, পানিতে ডুবে মারা যাওয়াও শাহাদত, আর সন্তান প্রসবকালে যে মহিলা মারা যায় সে-ও শহীদ-এগুলো সবই শাহাদাতের প্রকারভেদ।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৮-৪০০) (মুজামুল বালদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৭) (আততাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩)

হযরত উরওয়া বিন যুবের (রা.)-এর রেওয়ায়েত হলো, মহানবী (সা.)

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মূ'তার যুদ্ধাভিযানে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে সেনাপতি মনোনীত করেন আর বলেন যে, যদি তিনি শাহাদাত বরণ করেন তাহলে হযরত জা'ফের বিন আবু তালিব তার স্থলাভিষিক্ত হবেন। এরপর হযরত জা'ফের (রা.)ও যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহা (রা.) নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। আর যদি হযরত আব্দুল্লাহ্ও শহীদ হয়ে যান তাহলে মুসলমানরা যাকে পছন্দ করবে তাকে নিজেদের সেনাপতি নির্ধারণ করে নিবে। অতএব সেনাদল যখন প্রস্তুতি সুসম্পন্ন করে এবং যাত্রা আরম্ভ করে তখন লোকজন মহানবী (সা.) মনোনীত নেতাদের বিদায় জানায় এবং তাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করে দোয়া করে। যখন লোকজন মহানবী (সা.) মনোনীত নেতাগণ এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন র ওয়াহা (রা.)-কে বিদায় জানায় তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) কাঁদছিলেন। মানুষ কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, খোদার কসম! জগতের ভালোবাসা এবং এর প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার নেই বরং আমি মহানবী (সা.)-কে এই আয়াত পড়তে শুনেছি যে, وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

(সূরা মরিয়ম: ৭২)

অর্থাৎ, আর তোমাদের মাঝে এমন একজনও নেই, কিন্তু সে অবশ্যই তাতে প্রবেশ করবে অর্থাৎ জাহান্নামে,এটি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অতএব আমার জানা নেই যে, পুল সিরাত-এ চড়া এবং পার হওয়ার সময় আমার অবস্থা কী হবে।এর পূর্বের আয়াতে জাহান্নামের উল্লেখ রয়েছে তাই তিনি কিছুটা ভয় পেয়েছিলেন, নতুবা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, এখানে মু'মিন এবং আল্লাহ্ তা'লার পথে জিহাদকারীদের কথা বলা হয় নি। যাহোক মুসলমানরা বলে, আল্লাহ্ তোমার সাথে আছেন, তিনিই তোমাকে আমাদের মাঝে নিরাপদে ও সুস্থাবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন।

তফসীরে সগীরের টীকাতে লেখা আছে আর তফসীরে কবীরে দু'ভাবেই আছে যে, প্রথমত এটি মু'মিনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এটি কাফেরদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যান্য হাদীসের আলোকে এই বিষয়টি ব্যাখ্যাও করেছেন, যার সারকথা এবং তফসীরে সগীরের টীকায়ও যা লিখা আছে তা হলো, পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায় যে, জাহান্নাম দু'ধরনের, একটি ইহকালের আর অপরটি পরকালের। এখানে যে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে, এর অর্থ এটি নয় যে, মু'মিনরাও জাহান্নামে যাবে, বরং এর অর্থ হলো, মু'মিনরা জাহান্নামের অংশ এ জগতেই ভোগ করে নেয়। অর্থাৎ কাফেররা তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট প্রদান করে। অন্যথায় কুরআনের ভাষ্যমতে মু'মিনরা পরকালে কোন অবস্থাতেই জাহান্নামে যাবে না, কেননা পবিত্র কুরআন মু'মিনদের বিষয়ে বলেছে, **"লা ইয়াসমাউনা হাসিসাহা"**(সূরা আম্বিয়া: ১০৩) অর্থাৎ মু'মিনরা জাহান্নাম থেকে এত দূরে থাকবে যে, তারা জাহান্নামের আওয়াজ পর্য ন্ত শুনতে পাবে না। অতএব মু'মিনদের জাহান্নামে যাওয়ার অর্থ হলো, ইহজগতে তাদের কষ্ট ভোগ করা। মহানবী (সা.) জ্বরকেও এক ধরনের জাহান্নাম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, **'আলহুম্মা হাযযু কুল্লে মু'মিনিম্ মিনান নার'** অর্থাৎ জ্বর হলো প্রত্যেক মু'মিনের জন্য জাহান্নামের অংশ বিশেষ।

(তফসীর কবীর, সূরা মরিয়ম, ৭২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)

যাহোক, এটি ছিল এর সামান্য ব্যাখ্যা। মু'মিনরা যখন তাদেরকে বিদায় দিল তখন তারা দোয়া করে যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) তখন এই পঙ্ক্তিগুলো পাঠ করেন

لَكِنَّنِيْ اَسْأَلُ الرَّحْمَانَ مَغْفِرَةً وَ ضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ يَقْذِفُ الزَّبَدَا
اَوْ طَعْنَةً بِيَدَيْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً بِحَرْبَةٍ تُنْفِذُ الْاَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا
حَتّٰى يَقُوْلُوْا اِذَا مَرُّوْا عَلٰى جَدَثِيْ يَا اَرْشَدَ اللهُ مِنْ غَازٍ وَ قَدْ رَشَدَا

(লাকিন্নানি আসআলুর রাহমানা মাগফিরা,
ওয়া যারবাতান যাতা ফারগিন ইয়াক্যেফুয্ যাবাদা
আও তা'নাতান বেইয়াদায় হাররানা মুজহেযা,
বেহারবাতিন তুনফিযুল আহশাআ ওয়াল কাবেদা
হাত্তা ইয়াকূলু ইযা মাররু আলা জাদাসি,
ইয়া আরশাদাল্লাহু মিন গাযিন ওয়া কাদ রাশাদা)

অর্থাৎ কিন্তু আমি রহমান খোদার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করার শক্তি যাচনা করি যা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করবে এবং তাজা রক্ত প্রবাহিত করবে যাতে ফেনা উঠবে। আর বর্শার এমন আক্রমণের (শক্তি যাচনা করি) যা পূর্ণ প্রস্তুতিসহ চরম রক্তপিপাসুর হাতে করা হয়েছে, যা নাড়িভুড়ি ও কলিজা বিদীর্ণ করে দিবে। এমনকি আমার কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষ বলবে, হে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী! আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন আর সেই খোদা তার মঙ্গল করবেন।

এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে মহানবী (সা.) তাকে বিদায় জানান আর সেনাবাহিনী যাত্রা করে। এক পর্যায়ে তারা মাআন নামক স্থানে এসে তাবু গাড়েন। মাআন সিরিয়ায় হিজাযের নিকটে বালক্বার পার্শ্ববর্তী একটি শহর। সেখানে যাওয়ার পর জানা যায় হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ রোমান সৈন্য এবং এক লক্ষ আরব সৈন্যসহ মাআব নামক স্থানে অবস্থান করছে। মাআবও সিরিয়াতে বালক্বার পার্শ্ব বর্তী একটি শহর। মুসলমানরা মাআ ন-এ দুই দিন অবস্থান করে এবং পরস্পর পরামর্শ করে বলে, কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করে মহানবী (সা.)-কে শত্রুর সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি জানানো উচিত। শত্রু সংখ্যা অনেক বেশি, তাই হয় তিনি (সা.) আমাদের সাহায্য করবেন অথবা ভিন্ন কোন নির্দেশ দিবেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) মুসলমানদের উজ্জীবিত করেন। অতএব তারা সংখ্যায় ৩ হাজার হওয়া সত্ত্বেও এগিয়ে যায় এবং বালক্বার নিকটবর্তী মুশারেফ নামক এক জনবসতির নিকট পৌঁছে রোমান সৈন্যদের মুখোমুখি হন। মুশারেফ (নামে) সিরিয়ায় ইসলামের বেশ কয়েকটি জনবসতি ছিল,যার একটি হলো খুরান শহরের কাছে, একটি দামেস্কের কাছে আর একটি বালক্বার কাছে। এরপর মুসলমানরা সেখান থেকে মূতার দিকে সরে আসে।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৭)

হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ (রা.), হযরত জা'ফের (রা.) এবং হযরত আব্দুল্ল াহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ লোকজনকে শোনান। মহানবী (সা.)-এর নিকট কোন সংবাদ আসার পূর্বেই তিনি (সা.) (এসব কথা) জানিয়ে দেন। তিনি (সা.) বলেন, যায়েদ পতাকা হাতে নেন এবং তিনি শহীদ হন, এরপর জা'ফের (রা.) (পতাকা) নেন এবং তিনিও শহীদ হন। অতঃপর আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) (পতাকা) নেনএবং তিনিও শহীদ হন। তখন মহানবী (সা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তিনি (সা.) বলেন, এরপর আল্লাহ্র তরবারিগুলোর মধ্য থেকে একটি তরবারি সেই পতাকা (নিজ হাতে) তুলে নেন আর অবশেষে তার মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লা বিজয় দান করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৬২)

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.), হযরত জা'ফের (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছলেমহানবী(সা.) তাদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য দাঁড়ান এবং হযরত যায়েদ (রা.)-এর উল্লেখের মাধ্যমে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি (সা.) বলেন,**'আল্লাহুম্মাগফির লেযায়দিন, আল্লাহুম্মাগফির লেযায়দিন, আল্লাহুম্মাগফির লেযায়দিন, আল্লাহুম্মাগফির লি জা'ফেরিন ওয়া লি আবদিল্লাহিবনে রওয়াহা।'** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! যায়েদকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্! যায়েদকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্! যায়েদকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্! জা'ফের ও আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহাকে ক্ষমা কর।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.), হযরত জা'ফের (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) শহীদ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদে বসে পড়েন। মহনবী (সা.)-এর চেহারায় তখন দুঃখ ও শোকের ছাপ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবু জানায়েয, হাদীস-৩১২২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মূ'তার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যা বলেছেন, হযরত যায়েদ (রা.)-এর স্মৃতিচারণের সময়ও প্রাসঙ্গিকভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তবুও কিছু অংশ আমি পুনরায় উপস্থাপন করছি। তিনি (রা.) লিখেন,

(এ যুদ্ধের জন্য) মহানবী (সা.) সেই যায়েদ (রা.)-কেই (সেনাপতি) মনোনীত করেছিলেন কিন্তু একইসাথে তিনি (সা.) এ নির্দেশও দেন যে, এখন আমি যায়েদকে সেনাপতি মনোনীত করছি, যায়েদ যদি যুদ্ধে শহীদ হন তাহলে

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

তার স্থলে জা'ফের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিবেন। আর যদি তিনিও মারা যান তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা নেতৃত্ব দিবেন। আর যদি তিনিও মারা যান তাহলে মুসলমানরা যার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করবে তিনি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিবেন। তিনি (সা.) যখন এই নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখন একজন ইহুদিও তাঁর (সা.) কাছাকাছি বসে ছিল। সে বলে, আমি আপনাকে নবী হিসেবে মানি না কিন্তু আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে এদের তিন জনের কেউই জীবিত ফিরে আসবে না, কেননা নবীর মুখ দিয়ে যে কথা বের হয় তা অবশ্যই পূর্ণ হয়। সেই ইহুদি হযরত যায়েদ (রা.)-এর কাছে গিয়ে বলে, তোমাদের রসূল যদি সত্য হয়ে থাকেন তাহলে তুমি জীবিত ফিরে আসবে না। উত্তরে হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, আমি জীবিত ফিরে আসবো কি আসবো না সেটি আল্লাহ্ তা'লা-ই ভালো জানেন কিন্তু আমাদের রসূল (সা.) অবশ্যই সত্য। অর্থাৎ, না মানা সত্ত্বেও সেই ইহুদির এ কথায় বিশ্বাস ছিল যে,তাঁর (সা.) কথা পূর্ণ হবেই। কিন্তু তারপরও যারা মানার জন্য প্রস্তুত নয় তারা হঠকারিতা প্রদর্শন করে। তিনি লিখেন যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞা অনুযায়ী এই ঘটনা হুবহু সেভাবেই ঘটে। প্রথমে হযরত যায়েদ (রা.) শহীদ হন। এরপর হযরত জা'ফের (রা.) সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনিও শহীদ হন। তারপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন,কিন্তু তিনিও শহীদ হন। অতঃপর মুসলমান সৈন্যদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিলে কতক মুসলমানের অনুরোধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ইসলামের পতাকা নিজের হাতে নেন আর আল্লাহ্ তা'লা তার মাধ্যমে মুসলমানদের বিজয় প্রদান করেন এবং তিনি নিরাপদে সৈন্যদের ঘরে ফিরিয়ে আনেন।

(ফারিযায়ে তবলীগ অউর আহমদী খোয়াতীন, আনেয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪০৫-৪০৬)

আমি এখন যে ঘটনাটি বর্ণনা করতে যাচ্ছি তা পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-এর আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা এবং মহানবী (সা.) ও ইসলামের প্রতি অগাধ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিধায় আমি এখানে তা বর্ণনা করা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

হযরত উরওয়া (রা.)-এর রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) তাকে বলেছেন, মহানবী (সা.) একটি গাধার পিঠে চড়েন, যার ওপর গদি বিছানো ছিল এবং তার উপর 'ফাদাক' অঞ্চলের চাদর ছিল। তিনি (সা.) উসামাকে নিজের পিছনে বসিয়েছিলেন। তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাকে দেখতে বনু হারেস বিন খাযরাজ গোত্রে যান। এটি বদরের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। মহানবী (সা.) একটি বৈঠকের পাশ দিয়ে যান যেখানে মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদিরা একত্রে বসা ছিল। তাদের মাঝে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-ও ছিল এবং সেই বৈঠকে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা-ও ছিলেন। বৈঠকে বসা লোকদের উপর যখন গাধার (চলার ফলে) ধূলো উড়ে গিয়েপড়ে, তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই তার চাদর দিয়ে নিজের নাক ঢেকে নেয় এবং বলে, আমাদের উপর ধূলো উড়িও না। মহানবী (সা.) তাদেরকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলেন এবং থেমে নিজ বাহন থেকে নেমে আসেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আহ্বান করেন ও কুরআন পড়ে শোনান। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বলে, ওহে! এটি ভালো কথা নয়। তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের সভায় (এসব বলে) আমাদেরকে জ্বালাতন করো না; নিজের ডেরায় ফিরে যাও এবং যে তোমার কাছে আসে, তাকে এসব শুনাও। হযরত আব্দুল্লাহ্বিন রওয়াহা তৎক্ষণাৎ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের সভায় আসবেন; আমরা এটি পছন্দ করি। তিনি তখন একটুও ভয় করেন নি এবং কারো কোন পরোয়া করেন নি। এরপর এ নিয়ে সেখানে তর্কাতর্কিও হয়েছে। যাহোক, তার বিশেষ একটি ভূমিকা ছিল।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-১৭৯৮)

হযরত ইবনে আব্বাস-এর রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন, যাদের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দিনটি ছিল শুক্রবার। অভিযানে প্রেরিত বাকি সাহাবীরা রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা ভাবলেন, আমি কিছুটা বিলম্ব করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে জুমুআর নামায পড়ে তারপর তাদের সাথে গিয়ে যোগ দিব। অতঃপর তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে নামায পড়ছিলেন, তখন তিনি (সা.) তাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, তোমাকে কিসে তোমার সাথিদের সাথে রওয়ানা হতে বাধা দিয়েছে? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমি আপনার সাথে জুমু'আর নামায আদায় করব, অতঃপর তাদের সাথে গিয়ে যোগ দিব। মহানবী (সা.) বলেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবও যদি তুমি খরচ কর তবুও যারা অভিযানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে তুমি তাদের সমান অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে না।

(সুনান তিরমিযি আবওয়াবুল জুমা, হাদীস-৫২৭)

(এখানে তিনি এটি) বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমি যে সৈন্যদল পাঠিয়েছি এই মুহূর্তে জুমু'আর নামাযের তুলনায় এর গুরুত্ব অধিক। পথিমধ্যেও তোমরা নামায আদায় করতে পারতে।

হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমরা রমজান মাসে প্রচণ্ড গরমে মহানবী (সা.)-এর সাথে বের হই। আর এত প্রচণ্ড গরম ছিল যে, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই রোদ থেকে নিজের মাথা বাঁচানোর জন্য তা হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিল এবং আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা ব্যতীত কেউ-ই রোজাদার ছিল না।

(সহী মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, হাদীস-১১২২)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, মদিনা প্রতিষ্ঠার পর সর্বপ্রথম কাজ ছিল 'মসজিদে নববী' নির্মাণ করা। যে জায়গায় তাঁর (সা.) উটনী এসে বসেছিল তা মদিনার দুইজন মুসলমান বালক সাহল ও সুহায়েল এর মালিকানায় ছিল। তারা হযরত আসাদ বিন যুরারাহ-এর তত্ত্বাবধানে বসবাস করত। এটি একটি পতিত জমি ছিল, যার এক অংশের কোথাও কোথাও খেজুরের গাছ ছিল এবং অপর অংশে কিছু ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি ছিল। মহানবী (সা.) এটিকে মসজিদ ও নিজের ঘর নির্মাণের জন্য পছন্দ করেন এবং দশ দিনার অর্থাৎ প্রায় নব্বই রুপির বিনিময়ে তা ক্রয় কর হয়। এরপর জায়গাটিকে সমতল করে ও গাছ কেঁটে 'মসজিদে নববী'-র নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। মহানবী (সা.) স্বয়ং দোয়া করে ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন। আর যেমনটি 'মসজিদে কুবা'-র ক্ষেত্রে হয়েছিল, সাহাবীগণ রাজমিস্ত্রী ও শ্রমিকের কাজ করেন, যাতে কখনো কখনো মহানবী (সা.) নিজেও অংশগ্রহণ করতেন। কখনো কখনো সাহবীগণ ইট উঠিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা আনসারীর এই পঙ্‌ক্তি পড়তেন–

هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرَ هٰذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ

(হাযাল হিমালু লা হিমালা খায়বারহাযা আবাররু রাব্বানা ওয়া আতহার)

অর্থাৎ এই বোঝা খায়বারের ব্যবসায়িক মালের বোঝা নয় যা পশুর উপর বোঝাই করে এসে থাকে। বরং হে আমাদের প্রভু! এই বোঝা তাকওয়া ও পবিত্রতার বোঝা, যা আমরা তোমার সন্তুষ্টির জন্য বহন করি। আবার কখনো কখনো সাহাবীগণ কাজ করার সময় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) -এর এই পঙ্‌ক্তি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَهْ فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

আল্লাহুম্মা ইন্নাল আজরা আজরুল আখিরাতে ফারহামিল আনসারা ওয়াল মুহাজিরাহ॥

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আসল প্রতিদান তো কেবল পরকালের প্রতিদান; সুতরাং তুমি নিজ কৃপায় আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ বর্ষণ কর। সাহাবীগণ এই পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করার সময় কখনো কখনো মহানবী (সা.)ও তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাতেন। আর এভাবে এক দীর্ঘ সময়ের পরিশ্রমের পর এই মসজিদ সম্পূর্ণ হয়।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৬৯-২৭০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

এটি ছিল হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন র ওয়াহা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ। আমি যেহেতু একটি জানাযাও পড়াবএবং মরহুমের স্মৃতিচারণও করতে হবে তাই আমি আজ একজন সাহাবীর-ই স্মৃতিচারণ করছি।

আমি যেমনটি বলেছি যে, একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব, তিনি হলেন মোহতরম ডাক্তার লতিফ আহমদ কুরাইশি সাহেব, যিনি মনজুর আহমদ কুরাইশি সাহেবের পুত্র ছিলেন। ১৯ জানুয়ারি ২০২০ সনে দুপুর প্রায় ১ টায় নিজ বাসায় প্রায় ৮০ বছর বয়সে ঐশী তকদীর অনুযায়ী তিনি মৃত্যু বরণ করেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'**। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসিয়্যতকারী ছিলেন। তিনি ভারতের আজমীর শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে তার পিতা মঞ্জুর কুরাইশি সাহেব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। তার মাতা মোকাররমা মনসূরা বুশরা সাহেবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত মুনশী ফাইয়াজ আলী কপুরথলী সাহেবের দৌহিত্রী এবং হযরত শেখ আব্দুর রশীদ মিরঠী সাহেবের পৌত্রী; তিনি এখনও জীবিত আছেন। মোকাররম ডাক্তার কুরাইশি সাহেবের পিতামাতা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হিজরত করে লাহোরে চলে এসেছিলেন। এখানেই তিনি মেট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। এতে তিনি খুব ভালো ফলাফল অর্থাৎ প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। আর তৎকালে তিনি সবচেয়ে কম বয়সের ছাত্র হিসেবে এম বি বি এস করেন। সেখানকার প্রিন্সিপাল সাহেব বিশেষভাবে এর উল্লেখ করেন। ১৯৬১ সনে তিনি আরো উচ্চতর পড়াশুনার জন্য ইংল্যান্ড-এ চলে আসেন। এখানে প্রথমে তিনি শিশুরোগের উপর ডিপ্লোমা করেন, এরপর এম আর সি পি ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি সামারসেট-এর ইয়োভেল-একনসালটেন্ট এর চাকরি লাভ করেন। সেখানে বিশেষভাবে হৃদরোগের বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯৬৮ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ডাক্তার সাহেবকে বলেন, আপনি আমাদের কাছে কখন আসছেন? তখন ডাক্তার সাহেব বলেন, যখন আপনি আদেশ করবেন। সুতরাং তিনি বলেন, আপনি চলে আসুন। অতএব তিনি ইংল্যান্ড ছেড়ে রাবওয়ায় চলে আসেন এবং রাবওয়ার ফযলে ওমর হাসপাতালে ডাক্তার সাহেবকে নিযুক্ত করা হয়। এরপর তিনি দীর্ঘদিন সেখানে কাজ করতে থাকেন। ১১ জুলাই ১৯৮৩ সনে ফযলে ওমর হাসপাতালের চীফ মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত হন এবং ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্বে বহাল থাকেন। ষাট বছর বয়স পর্যন্ত ফযলে ওমর হাসপাতালে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করতে থাকেন। ২০ আগস্ট ১৯৯৮ সনে অবসরপ্রাপ্ত হন। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সনে পুনরায় ফযলে ওমর হাসপাতালে যোগদান করেন এবং ১০ সেপ্টেম্বর ২০০০ সন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ফযলে ওমর হাসপাতালে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এভাবে ফযলে ওমর হাসপাতালে তিনি প্রায় ত্রিশ বছর সেবা প্রদান করেন। ওয়াকফে জিন্দেগী ডাক্তারের দায়িত্ব ছাড়াও ডাক্তার লতীফ কুরাইশী সাহেব কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়া ও কেন্দ্রীয় আনসারুল্লাহ্-তেও বিভিন্ন পদে থেকে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বর্তমানে তিনি আনসারুল্লাহ্র নায়েব সদর হিসেবেও দায়িত্বরত ছিলেন। এর মাঝে দু বছর তিনি মজলিসেইফতার সদস্যও ছিলেন। তিনি দু'টি পুস্ত কও লিখেছেন 'স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-নীতি' এবং 'Healthy living'-যা বিশেষভাবে পাকিস্তানের লোকদের জন্য ছিল। তার স্ত্রী-ও কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন। আমি তারও স্মৃতিচারণ করেছিলাম। মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের কন্যা ছিলেন তিনি। গত জুমু'আতে আমি তার জানাযাও পড়িয়েছিলাম আর তার দু'দিন পরেই তিনিও মৃত্যু বরণ করেন, অর্থাৎ তাঁর (স্ত্রীর) মৃতুর পনের দিন পর। তাঁর শোকসন্ত প্ত পরিবার-পরিজনের মাঝে, যেভাবে আমি তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিচারণেও উল্লেখ করেছিলাম যে, তিন ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছেন। তাঁর ছেলে ডাক্তার আতাউল মালিক বলেন, আমি যখন থেকে বুঝতে শিখেছি আমার পিতা কখনো তাহাজ্জুদ নামায ছাড়েন নি। অনুরূপভাবে আমাদের মা আমাদেরকে বলতেন যে, বিয়ের প্রথম দিন থেকেই তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। মোটকথা, প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে প্রতিদিন বিনা ব্যতিক্রমে তাহাজ্জুদ নামায পড়েন। মায়ের শেষ অসুস্থ্যতার সময়ও বাবা অনেক পরিশ্রম করে তাঁর স্বাস্থ্যের যত্ন নিতেন। ডায়ালাইসিস করানোর জন্য তাকে হাসপাতালে নিতে হতো এবং সেখানে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। শারীরিক ধকলও ছিল, কিন্তু তাসত্ত্বেও কখনো তাহাজ্জুদ নামায ছাড়েন নি। রোগীদের সাথে ভীষণ সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করতেন। দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মি ছিলেন। দূরদূরান্ত থেকে দরিদ্র রোগীরা তাঁর কাছে আসত, ঔষধ-পত্র গ্রহণ করত এবং আরোগ্য লাভ করত। অনেক রোগীর কাছ থেকে তিনি ফীস-ও নিতেন না। কখনো কখনো নিজের পক্ষ থেকে সাহায্য করতেন। সবসময় নসীহত করতেন যে, আরোগ্য আল্লাহ্ তা'লার হাতে এবং তার তিন সন্তানকেও, যারা প্রত্যেকে চিকিৎসক, বিশেষভাবে বারংবার এই বিষয়ের প্রতি প্রত্যয় জাগাতেন যে, সবসময় নিজের রোগীদের জন্য দোয়াতে রত থাক। তার ছেলে বলেন, আমি কখনো কখনো নিজের রোগীদের জন্য আমার পিতাকে দোয়ার জন্য নিবেদন করলে পরবর্তী দিন তিনি ফোন করে জিজ্ঞেস করতেন যে, রোগীর কী অবস্থ া? আমি তার জন্য দোয়া করেছি।

১৯৬৯ সালে যুক্তরাজ্যে যখন তিনি কনসালটেন্ট এর কাজ করতেন তখন পার্থিব সব স্বার্থ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ র প্রতি ভরসা রেখে তিনি রাবওয়া চলে আসেন। আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় পরিপূর্ণভাবে এ বিশ্বাস ছিল যে, সমস্ত জাগতিক এবং ধর্মীয় কাজ তিনি নিজেই সমাধা করবেন আর সন্তানরাও উচ্চ শিক্ষা অর্জন করবে। সুতরাং আল্লাহ্তা'লা কৃপা করেছেন আর কখনো আর্থিক সমস্যা দেখা দেয় নি এবং সন্তানরাও উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেছেন। তার সন্তানদের অধিকাংশই বর্তমানে আমেরিকাতে রয়েছে, যে তিনজন ডাক্তার। তিনি নিজ পিতামাতার অনেক সেবা করতেন, শেষ সময় পর্যন্ত নিজ মাতাকে নিজেই খাবার পরিবেশন করতেন আর তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। আমি যেমনটি উল্লেখ করেছি, তার মাতা এখনও জীবিত আছেন আর তার কাছেই থাকতেন। অতঃপর তার পুত্র বলেন, আমার আমেরিকায় যাওয়ার সময় পরীক্ষার প্রস্তুতি ইত্যাদিতে তিনি আমার অনেক সাহায্য করেন। আমাদের অনেক উৎসাহ দিতেন। লৌকিকতাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। সব সময় সাদামাটা জীবন অতিবাহিত করেছেন আর সকল ছোট ও বড় কাজের পূর্বে যুগ খলীফার সমীপে দোয়ার জন্য পত্র লিখতেন এবং পরামর্শ নিতেন।

তার দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তার মুহাম্মদ আহমদ মাহমুদ সাহেব বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি শুধু ডাক্তারই নন বরং তিনি দোয়াগো ডাক্তার। সকল রোগীর জন্য দোয়া করেন।সকল ব্যবস্থাপত্রে ঔষধের নাম লেখার পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম' লিখতেন এবং তার নীচে'হুয়াশ শাফীলিখতেন আর একইভাবে অন্যান্য ডাক্তারদেরও উপদেশ প্রদান করতেন যে, রোগীদের জন্য দোয়া কর, কেননা প্রকৃত আরোগ্য আল্লাহ্ তা'লার হাতে। সবশেষে তিনি বলেন, আমার মায়ের যখন মৃত্যু হয় তখনও শোরকোট থেকে একজন রোগী আসে। তখন তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন, গাড়িতে বসা ছিলেন, তখন গাড়ি থেকে নেমে রোগীকে দেখেন এবং ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। আর অধিকাংশ সময় দরিদ্র রোগীদেরকে নিজ খরচে ঔষধ কিনে দিতেন। তার মেয়ে বলেন, একজন মহিলা আমাকে বলেছেন যে, তার বাবার যখন হার্ট এ্যাটাক হয় তখন তিনি অর্থাৎ সেই মহিলার বাবা বাড়িতে একা ছিলেন। তিনি অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব তার বাসায় গিয়ে তাকে দেখেন, তার সন্তানদেরকে ফোন করেন এবং তার সন্তানরা বাসায় না আসা পর্যন্ত তাকে একা ছেড়ে চলে যাননি, রোগীর পাশেই বসে ছিলেন। তিনি প্রতি বছর খুব প্রস্তুতির সাথে যুক্তরাজ্য এবং কাদিয়ান জলসায় অংশগ্রহণ করতেন। তার প্র রিশ্রম করার অভ্যাস ছিল। সর্বদা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কাজ করেছেন। তার মেয়ে বলেন, আমার মায়ের মৃত্যুর পর বাবা আমাকে বলেন যে, তোমার মায়ের সকল জিনিসপত্র গোছানোয় আমাকে সাহায্য কর। কাজ শেষ হলে তিনি এমনভাবে কৃতজ্ঞতা প্র কাশ করতে থাকেনযে, আমি নিজেই লজ্জিত হচ্ছিলাম। আর কাজ করার সময় একটি কথা তিনি আমাকে বার বার বলছিলেন যে, সব কাজ দ্রুত আজকের মধ্যেই শেষ করে নাও, কেননা আমার কাছে বেশি সময় নেই। তখন আমি তার কথায় বিশেষ মনোযোগ দেই নি আর বেশি কিছু জিজ্ঞেসও করি নি, কেননা তিনি তার স্বপ্ন ইত্যাদি আমাদেরকে খুব একটা বলতেন না। কিন্তু

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

খলীফার বাণী

জামাতের সদস্যদের উচিত তাকওয়া এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করা, এটিই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

পরবর্তীতে আমার ভাই আমাদের বলেছিল যে, তিনি নিজের ব্যাপারে কোন স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এখন আমার সময় অল্প অবশিষ্ট আছে। মৃত্যুর এক ঘন্টা পূর্বেও সকাল নয়টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত নিজ বাসা সংলগ্ন ক্লিনিকে রোগী দেখছিলেন। একটায় বাড়ি আসেন, ওযু করে মসজিদে মুবারকে গিয়ে নামায পড়ার ইচ্ছা ছিল। বিছানায় বসে জুতা খুলতে খুলতেই হঠাৎ তার গুরুতর হার্ট এ্যাটাক হয় এবং তিনি তার নিজ প্রভুর সিন্নিধানে উপস্থিত হয়ে যান।

প্রতিবেশীদের সাথেও তার ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং প্রতিবেশীরাও তার অনেক খেয়াল রাখতেন। কবিতা এবং সাহিত্যের প্রতিও তার অনেক আগ্রহ ছিল। দুর্‌রে সামীন, কালামে মাহমুদ এবং দুর্‌রে আদ্‌ন-এর নযমগুলো সুললিত কণ্ঠে পাঠ করতেন। বহু ক্যাসেট তিনি রেকর্ড করিয়েছেন। উত্তম পঙ্‌ক্তির অনেক প্রশংসা করতেন। জ্ঞান পিপাসু ছিলেন।

মুরুব্বী সিলসিলাহ্ সৈয়দ হুসেন আহমদ সাহেব বলেন, ডাক্তার সাহেব বলেন, জামাতের হাসপাতালে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে লণ্ডন থেকে পাকিস্তানে যাওয়ার পর লাহোরে ট্রেন থেকে নেমে সোজা প্রাইভেট সেক্রেটারীর দপ্তরে চলে যান। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) তাকে ভিতরে ডাকেন। হুযূর (রাহে.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, চলে এসেছেন? তিনি উত্তর দেন, জ্বি, হুযুর! আমি উপস্থিত। তখন হুযূর (রাহে.) বলেন, আপনার ঘর আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে বন্ধ করে রেখেছি, আপনি গিয়ে নাযেরে আলা সাহেবের কাছ থেকে চাবি নিয়ে সেখানে থাকুন। তিনি বলেন, আমি গিয়ে ঘর খুলে দেখতে পাই সেখানে কেবল দুটি চারপাই আছে। তারপর তিনি গিয়ে আরো চারপাই এবং ঘরের জিনিসপত্র ক্রয় করে এনে সেখানে বসবাস আরম্ভ করেন। কোন প্রকার আদিখ্যেতা বা অন্য কিছু ছিল না যে, আমি বিলেত থেকে এসেছি। প্রথম বছরই জলসায় তার মেহমান চলে আসে। জলসার দিনগুলোতে তিনি নিজে খড়ের ওপর শুতেন আর নিজের ঘর অতিথিদের দিয়ে দেন। তিনি নিজ শ্বশুর মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের অনেক সেবা করেছেন, নিজের শাশুড়িরও অনেক সেবা করেছেন। হোসেন সাহেব বলেন, ডাক্তার সাহেব বলতেন, আমার সাথের ডাক্তাররা যারা বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, তুমি রাবওয়ার মতো ছোট একটি গ্রামে যে কাজ কর এর প্রতিদানে তুমি কী পাও? তিনি বলেন, আমি উত্তরে বলতাম, মানুষ এটি ধারণাও করতে পারবে না আর না আপনারা এটি বুঝতে পারবেন যে, আমি রাবওয়াতে বসে যে কাজ করছি এর প্রতিদান কী! যে দোয়া পাচ্ছি সেটির কোন প্রতিদান বা মূল্য হয় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীগণ, হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা, হযরত সৈয়্যদা আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার সেবা করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র মৃত্যুর সময় ইসলামাবাদে হুযূরের কাছে ছিলেন। অনুরূপভাবে আরো অনেক বুযুর্গের সেবা করার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন।

ডাক্তার আব্দুল খালেক সাহেব বলেন, আমি যদি এটি লিখি যে, দরিদ্রদের ডাক্তার এই শহর ছেড়ে চলে গেছেন তবে অতিরঞ্জিত হবে না। তিনি অর্ধশতকে'রও অধিক কাল যাবৎ অত্র অঞ্চলের নিঃস্ব ও দরিদ্র রোগীদের ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সেবা করেছেন। তিনি যখন হাসপাতালের চীফ মেডিকেল অফিসার ছিলেন তখন হাসপাতালের বিভিন্ন সরঞ্জামাদী ক্রয়ের জন্য স্বয়ং লাহোরে যেতেন। বাজারের দর দাম যাচাই করে উন্নত ও ভালো মানের জিনিস ক্রয় করে আনতেন। আর অধিকাংশ সময় এ কাজে পুরো দিন ব্যয় হতো। কিন্তু তবুও জামা'তের সম্পদ ভালোবাসা ও বিশ্বস্তার সাথে খরচ করা ছিল তার বৈশিষ্ট্য। হাসপাতালে আল্ট্রাসাউন্ড এবং এন্ডোসকপি শাখার সূচনাও তিনি করেন। শুরুতে তিনি পায়ে হেঁটে এবং সাইকেলে চড়ে অনেক বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর সাহাবীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের দেখে আসতেন এবং ব্যবস্থাপত্র দিতেন। ফযলে ওমর হাসপাতাল সম্পর্কে বলতেন যে, খলীফাদের দোয়া এই হাসপতালের সাথে রয়েছে, আর আমি চিকিৎসার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এখানে অনেক মোজেযা প্রত্যক্ষ করেছি।

ডাক্তার সুলতান মোবাশ্বের সাহেব লিখেন যে, ফযলে ওমর হাসপাতালে প্রায় ত্রিশ বৎসরের সেবাকালে তাঁর উপর কিছু পরীক্ষাও আসে। কিন্তু খোদা তা'লার বিনয়ী এবং দরবেশ এই বান্দা মাথা নত করে তা সহ্য করতেন এবং খোদা তা'লার দরবারে পাহাড়ের মতো অটল থেকে দোয়া করতেন। সুলতান মোবাশ্বের সাহেব এটি সঠিক লিখেছেন। কিছু কথা আমিও জানি। আমার জানা আছে যে, খুবই গাম্ভীর্যের সাথে কোন অভিযোগ অনুযোগ না করে যেসব বিপদ এসেছে বা যেসব পরীক্ষার তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছে সেসব সহ্য করেছেন। আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে অনেক পুরস্কৃ তও করেছেন। আর কখনো কোন কর্মকর্তা বা নিজ বন্ধুদের ব্যাপারে কোন অভিযোগ বা কষ্টের কথা কারো কাছে প্রকাশ করেন নি।

ডা.সুলতান মোবাশে্শর সাহেব আরো লিখেন, তিনি শুধু ধনী এবং সম্ভ্রান্তদেরই চিকিৎসা করতেন– এমন নয় বরং যেমনটি বলা হয়েছে তিনি সবার চিকিৎসা করতেন। ডক্টর সুলতান মুবাশ্বের সাহেব এরপর একটি ঘটনালিখেন যে, একবার দুপুর বেলা ড্রাইভার রহমত আলী সাহেবের স্ত্রী জরুরি বিভাগে ভর্তি হন। আমি তাকে (অর্থাৎ মরহুম ডাক্তার সাহেবকে) হাসপাতালে আসতে অনুরোধ করলেতিনি পূর্ব দ্বারুল উলুমস্থ তার ঘর থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে এসে উপস্থিত হন। হাসপাতালেই তার ঘরছিল, এমন নয়, বরং রাবওয়ার একেবারে অপর প্রান্তে তার বাড়ি ছিল, সেখান থেকেই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে চলে আসেন। তিনি জামাতের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, আমরা কতিপয় যুবক ডাক্তার আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়মনীতির সীমাতিরিক্ত কঠোরতার কারণে হতাশ হলে তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে বসিয়ে বুঝাতেন যে, আমাদের সর্ববস্থায় নিযাম (অর্থাৎ ব্যাপস্থাপনার) আনুগত্য করতে হবে আর ধৈর্য্য প্রদর্শন করতে হবে।

তার স্ত্রী শওকত সাহেবার যখন মৃত্যু হয়, তার পরের দিন, বরং সেদিনই তার দুই ভাগ্নের বউ ভাতের দাওয়াত ছিল। তখন তিনি বরের বাড়িতে গিয়ে জানান যে, আমার স্ত্রী মৃত্যু বরণ করেছেন, কিন্তু আপনারা অনুষ্ঠান অবশ্যই করুন, আপনাদের অনুষ্ঠান বন্ধ করবেন না, কেননা তার স্ত্রী, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, বরের খালা ছিলেন। দুই জন বর ছিল, হোসেন সাহেবের দুই ছেলেরই ওলীমার দাওয়াত ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, আপনারা অবশ্যই অনুষ্ঠান করুন, অনুষ্ঠান বন্ধ করবেন না। তার ছেলে ডাক্তার মাহমুদ বলেন, আমি তাহলে দাওয়াতে না গিয়ে ঘরেই অবস্থান করছি। তিনি বলেন, না, খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তিনি এর জন্য নসীহত করেন এবং বলেন এমন পরিস্থিতিতেই মানুষের পরীক্ষা হয়ে থাকে এবং ধৈর্য্য ও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর ছেলেকেও সাথে নিয়ে রীতিমতো দাওয়াতে অংশগ্র হণ করেন এবং পাড়ায় এই বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে, ওলীমার দাওয়াতের সময় পর্যন্ত মৃত্যুর সংবাদ যেন কারো কাছে না পৌঁছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরও ধৈর্য ও সাহস দান করুন, একাধারে এই ছেলে-মেয়েদের মা বাবা মৃত্যু বরণ করেছেন। আল্লাহ তা'লা তাদের স্ব ামী-স্ত্রী উভয়ের যে সকল পুণ্য ও নেকী রয়েছে তা তাদের সন্তানদের মাঝে প্রবহমান রাখুন। আমি যেমনটি বলেছি তার মা এখনও জীবিত আছেন এবং বেশ অসুস্থাবস্থায় রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতিও কৃপা ও অনুগ্রহ করুন।

---

১১ পাতার শেষাংশ....

(সা.)-এর চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন- কুরআন শরীফে আঁ হযরত (সা.)-এর উচ্চ চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হযরত মূসা অপেক্ষা হাজার গুণ শ্রেয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা বলে রেখেছেন, হযরত খাতামুল আম্বিয়া (আ.) সেই সমস্ত চারিত্রিক গুণাবলীল উৎকর্ষের সমন্বয়, যা বিভিন্ন নবীর মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে-ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম।' অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণের উপর অধিষ্ঠিত। এখানে 'আযীম' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। 'আযীম'-এর দ্বারা যে শব্দের প্রশংসা করা হয়, আরবী প্রবাদ অনুসারে সেটি উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠাকে নির্দেশ করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: যদি এই আযীমুশ শান নবী পৃথিবীতে না আসতেন, তবে পৃথিবীতে ইউনুস, আয়ুব, মসীহ ইবনে মরীয়ম, মালাকি, ইইয়াহিয়া, যাকারিয়া ইত্যাদি যে সকল নবীগণ এসেছেন, তাদের সত্যতার বিষয়ে আমাদের কাছে কোনও প্রমাণ থাকত না। যদিও তাঁরা সকলেই খোদার নৈকট্যভাজন ও প্রিয় পাত্র ছিলেন। এটি সেই নবীর অনুগ্রহ, এই সকল নবীও পৃথিবীতে সত্য হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন।

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

এক জার্মান তরুণী নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: সাম্প্রতিক কালের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা আমার ভাল লেগেছে। তাঁর পূর্বেও কয়েকজন রাজনীতিক বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু তাদের কথার সেই গাম্ভীর্য ছিল নাা। নিতান্ত গতানুগতিক কথাবার্তা, যা যে কেউ বলতে পারে। কিন্তু খলীফার ভাষণ সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ছিল। তিনি প্রকৃত সমস্য নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি পারমাণবিক যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিবাসন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই সমস্যাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। **এছাড়াও তিনি এগুলির সমাধানও বলে দিয়েছেন।** তিনি বলেছেন, ধর্মকে দোষারোপ না করে ধর্মের প্রসার করা হোক। মানুষ খোদার দিকে আসুক। আমি মনে করি সমগ্র পৃথিবীতে তিনিই ইসলামের সর্বোত্তম প্রতিনিধি। তাঁর ব্যক্তিত্ব মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবে এবং মানুষকে আশ্বস্ত করবে যে ইসলাম শান্তির ধর্ম। খলীফা নিজের ভাষণে কয়েকটি বাক্য প্রয়োগ করেছেন যা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন, 'নিজের বাড়িতে এবং দেশে শান্তি থাকুক, এটাই সকলের কাছেই কাম্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ এমন সব কাজ করে যা থেকে কেবল বিদ্বেষের প্রসার হয়। প্রত্যেককে এ বিষয়ে চিন্তাভাবন করতে হবে এবং এদিকে মনোযোগী হতে হবে।

খলীফাতুল মসীহ অত্যন্ত স্পষ্টভঙ্গিতে বলেছেন যে বর্তমান যুগের ঘটে চলা যুদ্ধগুলির সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর এমনভাবে আলোকপাত করেছেন, সেভাবে বিশেষজ্ঞরাও করতে পারে না। যেমন তিনি বলেছেন, পরাশক্তিগুলি দরিদ্রপীড়িত দেশগুলি থেকে মুনাফা লুট করে। অনেক সময় এটা প্রকাশ্যে করে, কখনও আবার গোপনে। অভাবগ্রস্ত দেশগুলিকে শক্তিধর দেশগুলি স্বার্থ রক্ষার জন্য বাধ্য করা হয়। আমি একথাই বলতে চাই যে, খলীফা এক মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁর আমি অনুরাগী হয়ে পড়েছি।

জার্মানীর আরও এক ভদ্রমহিলা বলেন: আমি দ্বিতীয়বার জলসায় অংশগ্রহণ করলাম আর খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি এক মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর এবছরের ভাষণ গত বছরের থেকেও বেশি শক্তিশালী ছিল। অন্যরা রাজনীতিকের মত কথা বলে, শ্রোতাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়। কিন্তু খলীফার উদ্দেশ্যই ভিন্ন। তিনি কেবল সত্য বলতে চান। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, কোন্ কোন্ বিষয়গুলি শান্তির পথে অন্তরায়। খলীফা অন্যান্য বক্তাদের ভাষণ থেকেও কিছু কিছু অংশের উপরও আলোকপাত করেছেন যা তাঁর ভাষণকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। এর থেকে তাঁর বিনয় প্রকাশ পায়। আর এও প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রকৃতই একজন বিদ্বান। যে বিষয়টি আমাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হল খলীফার নির্ভীকতা। তিনি যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ইজরাইল এবং বৃহৎ শক্তিগুলির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে তারা অন্যায় করছে, এমন কথা কোনও সাধারণ মানুষ বলতে পারে না। তিনি বলেছেন, এই অন্যায় ও অবিচার মানুষকে অন্ধকারের অতল গহ্বলের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। খলীফার বক্তব্যের শেষাংশটুকুও আমাকে ভাল লেগেছে। একদিকে তিনি জগতবাসীর জন্য দোয়া করেছেন, শান্তির নীল নবদিগন্ত উদিত হওয়ার প্রার্থনা করেছেন। তাঁর এই বাক্য থেকে আমার ধারণা জন্মেছে যে, খলীফা কেবল একজন ধর্মীয় নেতা কিম্বা বিদ্বান ব্যক্তিই নন, বরং তাঁর মধ্যে এক কবিসত্তাও লুকিয়ে আছে।

একজন কুর্দ তরুণী নিজের প্রতিক্রিয়ায় বলেন: কয়েকবছর পূর্বে আমার মা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। আমি সেই সময় এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আজ হুযুরকে দেখে এবং তাঁর ভাষণ শুনে আমার যাবতীয় আশঙ্কা দূর হয়েছে। গত বছরও আমি এখানে এসেছিলাম, কিন্তু মনের এই অবস্থা ছিল না যেমনটি আজ হয়েছে। আমি অনুভব করছি যেন তাঁর সত্তা থেকে জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটছে। আমার মা আজ অত্যন্ত খুশি হবেন, কেননা আমি এখন এটি ভীষণভাবে অনুভব করছি যে আমার আহমদী হয়ে যাওয়া উচিত।

হানা জাকুপি নামে জার্মান তরুণী বলেন: খলীফার ভাষণ আমার এজন্য ভাল লেগেছে যে তিনি নিজের ভাষণে কেবল ধর্মের বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকেন নি, বরং রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একজন ধর্মীয় নেতাকে এভাবে রাজনীতির বিষয় নিয়ে খোলাখুলি কথা বলতে দেখা আমার জন্য এক অলৌকিক বিষয়ের থেকে কোনও অংশে কম নয়। লোকে বলে পৃথিবীতে পৃথিবীতে যত অপকর্ম, পাপাচার এবং বিবাদের মূলে রয়েছে ধর্ম। কিন্তু তিনি প্রমাণ করেছেন যে, একথা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুত এই যুদ্ধগুলি অর্থনৈতিক লাভ-লোকসানকে কেন্দ্র করে বা সামাজিক কারণ রয়েছে এর পিছনে, যেখানে মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। তাঁর বিনয় মন ছুঁয়ে গেছে। তাঁর বক্তব্যের শেষ ভাগ আমাকে প্রভাবিত করেছে। মানবতার প্রতি খলীফার ভালবাসা আমি অনুভব করতে পেরেছি।

আসমা কুফতারাওয়া সাহেবা নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: অতিথিদের উদ্দেশ্যে খলীফার ইংরেজি ভাষণের পর আমার মন বদলে যায় আর মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়। তিনি কাজ করে চলেছেন তা আল্লাহ্‌র নিকট উচ্চ মর্যাদা রাখে। তিনি একজন উচ্চকোটির সেনাপতি, উৎকৃষ্ট বক্তা এবং মোমেন ব্যক্তি।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাঊয, ও সূরা ফাতিহা পাঠের হুযুর (আই.) সূরা আহযাবের ২২ নং আয়াত তিলাওয়াত করে তার অনুবাদ উপস্থাপন করেন। অতঃপর তিনি বলেন:

অমুসলিম বিশ্বে, বিশেষ করে পশ্চিমি ও উন্নত দেশগুলিতে মুসলমানদের সম্পর্কে যে সংরক্ষণশীল মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কারণ হল ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। অধিকন্তু ইসলামের নামে মুষ্টিমেয় মুসলমানের উগ্রতাপ্রিয় কর্মকাণ্ড, সন্ত্রাসবাদ এবং নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়ার ঘটনা তাদের মনে এই ধারণাকে আরও বেশি বদ্ধমূল করেছে যে, ইসলাম আসলেই সন্ত্রাসের ধর্ম। ইসলামের শিক্ষা পৃথিবীতে প্রচার করার এবং ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব দূর করার কাজ আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ দাস প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর জামাতের হাতে অর্পণ করেছেন। অতএব, এর জন্য প্রত্যেক আহমদীকে পূর্ণ প্রচেষ্টা করতে হবে। সংবাদ মাধ্যমে খবর শুনে লোকে মনে করে, এরা অর্থাৎ সংবাদ মাধ্যম যা কিছু বলছে তা একশ শতাংশ সত্য। এমনিতেই পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষের ধর্মের প্রতি বিরাগ জন্মেছে। অতএব এমন প্রতিকুল পরিস্থিতিতে কঠোর পরিশ্রম এবং অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে জগতের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরা কঠিন চ্যালেঞ্জ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতকে মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্য আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে ইবাদতকে নির্ধারণ করেছেন, আর প্রত্যেক মোমেনকে ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা উচিত- মহম্মদ (সা.) কেবল একথা বলেই ক্ষান্ত হন নি, বরং তিনি (সা.) আমাদের সামনে ইবাদতের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, যার গ্রহণীয়তার সনদও আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। যেরূপ তিনি বলেছেন-

'আল্লাযী ইয়ারাকা হীনা তাকুমু। ওয়া তাকাল্লুবাকা ফি সাজেদীন।' অর্থাৎ যারা তোমাকে দেখে, যখন তুমি (নামাযে) দণ্ডায়মান হও, আর সেজদাকারীদের মধ্যে তোমার ব্যকুলতাও (দেখে)।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে হৃদয়ে মানবতার প্রতি এমন সহমর্মিতা রয়েছে, সে কি কখনও অত্যাচার করতে পারে? নিশ্চয় নয়। তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গ করেছেন খোদার ইবাদত এবং তাঁর সৃষ্টির সেবায় ব্যকুল হয়ে। তাঁর ইবাদতের স্বরূপ দেখার সুযোগ অনেক সময় সাহাবাগণেরও হয়েছে। একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, আমি রসুলুল্লাহ (সা.)কে নামায পড়তে দেখেছি। সেই সময় অনুনয় বিনয়ে কারণে তাঁর বুকের ভিতর থেকে এমন শব্দ নির্গত হচ্ছিল যেভাবে জাঁতাকল ঘুরলে শব্দ হয়। এই দোয়া কি ছিল? এই দোয়া ছিল আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে থাকার দোয়া। এই দোয়া ছিল মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার। আঁ হযরত (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণেই সেই সময়ও বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, আর বহু শতাব্দী থেকে মৃত জাতি (আধ্যাত্মিকভাবে) জীবিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত ইবাদতকারীতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর এই দোয়া গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করে এই যুগে তাঁর প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান প্রেমিকের আগমণের কারণ হয়েছে, যিনি এই সংকটময় যুগে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব আজ ইবাদতের মান সমুন্নত রাখা আহমদীদেরই দায়িত্ব। এই আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টার মাধ্যমে খোদার দরবারে সেই সেজদা করব যা কেবল আমাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হবে না, বরং পৃথিবীতে খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হবে,

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা পৃথিবীতে উড্ডীন রাখার জন্য হবে, নিজেদেরকে প্রকৃত বান্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হবে। মানবজাতিকে স্রষ্টার নৈকট্য প্রদানের জন্য হবে এবং পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত রক্ষা করার জন্য হবে।

হযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আস্থাশীল হওয়ার বিষয়েও তাঁর দৃষ্টান্ত উচ্চমানের ছিল। আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন, 'ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকীলা।' অর্থাৎ এবং আল্লাহ্ তা'লার উপর আস্থা রাখ এবং আল্লাহই অভিভাবক হিসেবে যথেষ্ট। অতঃপর তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। এমনকি মৃত্যুশয্যাতেও তিনি এ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, পাছে আমি এমন অবস্থায় খোদা দরবারে উপস্থিত হই, যখন কিনা খোদার প্রতি অনাস্থার বিন্দু পরিমাণ সংশয়ও দেখা দেয়। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার কাছে তিনি (সা.) সাত-আট দিনার রেখেছিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি বলেন, যে স্বর্ণমূদ্রাগুলি আমি তোমার কাছে রেখেছিলাম, সেগুলির কি হল? হযরত আয়েশা বলেন, সেগুলি আমার কাছে রয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, আয়েশা, সেগুলি সদকা করে দাও। এরপর হযরত আয়েশা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি (সা.) যখন পুনরায় চেতনা ফিরে পান, তিনি বলেন, সেগুলি কি সদকা করে দিয়েছ? হযরত আয়েশা উত্তর দিলেন, এখনও করি নি। আঁ হযরত (সা.) তাকে সেগুলিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বলেন। তিনি সেই দিনারগুলি চেয়ে পাঠিয়ে হাত রেখে গণনা করে দেখে বলেন। মহম্মদের তার রব-এর প্রতি আস্থা কি থাকল, যদি খোদার সঙ্গে সাক্ষাত ও ইহজগত ত্যাগের সময় এই দিনারগুলি কাছে থেকে যায়? অতঃপর তিনি সেগুলি সদকা করে দেন। কিন্তু তিনি অন্যদেরকে এই উপদেশ দান করেন যে, আমি তো আল্লাহ্র নবী, তাঁর প্রিয়ভাজন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আস্থাও রাখ, কিন্তু নিজ সন্তান-সন্ততিকে আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও পরীক্ষা থেকে রক্ষা করতে তাদের জন্য তোমার যদি কোনও সম্পত্তি বা অর্থকড়ি থাকে, তবে তা রেখে যাও। এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়্যত করার অনুমতি দেন নি। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বিস্তারিতভাবে উত্তরাধিকার প্রদানের পদ্ধতিও শিখিয়েছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি এও বলেছেন যে প্রত্যেক আদম-সন্তানের মনের মধ্যে একটি করে উপত্যকা থাকে। যার অন্তর সেই সব উপত্যকার পেছনে লেগে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না যে কোন উপত্যকা তার ধ্বংসের কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ তাকে এই সব উপত্যকা থেকে রক্ষা করেন। অতএব, ইসলাম জাগতিক কাজেরও অনুমতি দেয়, কিন্তু দিবারাত্রি কেবল সম্পত্তি তৈরী এবং জাগতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকতে নিষেধ করে। এবং ইসলাম যে প্রাথামিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হল আল্লাহ্র ইবাদত, তাঁর উপর আস্থাশীল হওয়া। এই শর্তগুলি পূর্ণ হলে জাগতিক সমস্যাবলী থেকেও মানুষ রক্ষা পেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলির মধ্যে একটি হল কৃতজ্ঞতা। এই গুণটির উচ্চ মানদণ্ড সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর কিরূপ দৃষ্টান্ত ও আদর্শ ছিল? আঁ হযরত (সা.) কিভাবে খোদা তা'লার সব থেকে বেশি কৃতজ্ঞ বান্দা হবেন, সে বিষয়ে সব সময় সুযোগ সন্ধান করতেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে এই উদ্দেশ্যে তিনি দোয়া করতেন যে হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে নিজের কৃতজ্ঞ ও খোদাকে স্মরণকারী বান্দা বানিয়ে দাও।

একবার আঁ হযরত (সা.) একখণ্ড রুটির উপর খেজুর রেখে খাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, এই খেজুরটুকু এই রুটির জন্য তরকারি। তিনি এবিষয়টি নিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছিলেন। অনেক সময় তিনি কলস থেকে পানি নিয়েই রুটি খেয়ে ফেলতেন আর সেক্ষেত্রেও তিনি খোদার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। বর্তমান যুগে আমাদের মাঝে অনেকেই উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য গ্রহণ করে। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার আদিখ্যেতা দেখায়। স্ত্রী ভাল খাবার রান্না করে নি বলে পরিবারে অনেক সময় তিক্ততাও দেখা দেয় ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আরও একটি চারিত্রিক বৈশিষ্টহল আমানত বা গচ্ছিত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা। আল্লহ্ তা'লা বলেছেন- 'ওয়াল্লাযিনা হুম আমানাতিহিম ওয়া আহেদহুম রাউন।' আর যারা নিজেদের আমানতসমূহ এবং প্রতিশ্রুতির প্রতি যত্নবান থাকে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ইসলামী সৈন্যবাহিনী যখন খায়বার ঘিরে ফেলে, সেই সময় এক ইহুদী সরদারের ভৃত্য পশু চরানোর সময় পশু সমেত ইসলামী সেনাবাহিনীর এলাকায় প্রবেশ করে, এমনকি সে মুসলমান হয়ে যায়। সেই ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি তো এখন মুসলমান হয়ে গেছি, কোনওক্রমেই ফিরে যেতে চাই না। ফিরে গেলে আমার প্রতি অত্যাচারও হবে। এই যে ছাগলগুলি এখন আমার কাছে রয়েছে, এগুলির আমি কি করব? এটি ইহুদীর মেষপাল। এর মালিক ইহুদী। আঁ হযরত (সা.) বলেন, এই গুলির মুখ দূর্গের দিকে করে হাঁকিয়ে দাও। এরা নিজেরাই মালিকের কাছে পৌঁছে যাবে। এমনটিই করা হয়, দূর্গবাসীরা সেই ছাগলগুলি নিয়ে নেয়। আমানত রক্ষার এটি এক উচ্চমানের দৃষ্টান্ত। যুদ্ধের পরিস্থিতি, শত্রুদের সম্পদ হাতের নাগালে পেয়েও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিকে প্রথম যে পাঠ তিনি দিলেন তা হল একজন মুসলমানের আমানত ও বিশ্বস্ততা রক্ষার মান অত্যুচ্চ হওয়া বিধেয়। এই সম্পদের উপর তোমার কোনও অধিকার নেই, না আমার কোনও অধিকার রয়েছে। একে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দাও। আজকের এই উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধের সময় কোথাও তাঁর সেই মান চোখে পড়বে না। যারা ইসলাম এবং এর শিক্ষার উপর আপত্তি করে, তারাই সব থেকে বেশি আত্মসাৎ ও বিশ্বাসভঙ্গের কাজে লিপ্ত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রতিশ্রুতি রক্ষা বিষয়ে শত্রুরা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রতি যত্নবান ছিলেন। হারকিল সম্রাটের দরবারে আবু সুফিয়ানকে একথা স্বীকার করতে হয়েছিল যে, আজ পর্যন্ত সে আমাদের সঙ্গে কোনও প্রকার বিশ্বাসভঙ্গ করে নি। অতঃপর হুদায়বিয়া সন্ধির সময় যখন চুক্তি লেখা হচ্ছিল, সেই সময় শিকলাবদ্ধ এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়, যাকে মুসলমান হওয়ার কারণে এভাবে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সে আশ্রয় প্রার্থনা করে, কিন্তু তার অমুসলিম পিতা সেখানে উপস্থিত ছিল। সে দাবি করতে থাকে, এখন আমাদের মধ্যে চুক্তি হয়েছে যে, আমাদের কোনও ব্যক্তি আপনাদের সঙ্গে যাবে না। কাজেই আপনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। যদি সে আপনার আশ্রয়ে আসার জন্য সাহায্য ভিক্ষা করছে। সেই ব্যক্তি চিৎকার করে বলতে থাকে, আমাকে কি কাফেরদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যাতে তারা আমাকে যাতনা দেয়? আঁ হযরত (সা.) তাকে বলেন, এখন চুক্তি হয়ে গেছে। যদিও সেই সময় চুক্তি তখনও লেখা হচ্ছিল। শর্ত লেখা হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু চূড়ান্ত হয় নি। চুক্তিপত্র সাক্ষর হওয়ার পূর্বেই তিনি (সা.) বললেন, যেহেতু লেখা হয়ে গিয়েছে, তাই বৃহত্তর স্বার্থে এই চুক্তির কারণে তোমাকে উৎসর্গিত হতে হবে। কিন্তু সঙ্গে তাকে সুসংবাদও প্রদান করে বলেন, তুমি ফিরে যাও, কিছু দিন ধৈর্য রাখ, আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, খোদা তা'লা তোমার জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করবেন। আজ আমি এই চুক্তির কারণে নিরুপায়। তিনি বলেন, আমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না। অতএব প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিষয়ে তিনি এই মানদণ্ড বজায় রেখেছিলেন। বর্তমান যুগের জাগতিক প্রশাসকেরা এর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না। আজকে একটি চুক্তি হলে, আগামী কাল সেটি ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এরজন্য আত্মসমীক্ষা করা উচিত যে, আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার মান কোন পর্যায়ে রয়েছে। নিজেদের দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনেও এর দৃষ্টান্ত দেখুন যে, আমরা কি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলি? আঁ হযরত (সা.) পারিবারিক জীবনেও প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রতি যত্নবান থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, কিয়ামত দিবসে সব থেকে বড় বিশ্বাস ভঙ্গের নামান্তর যে বিষয়টি হবে, তা হল কোনও ব্যক্তির নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার পর তার গোপন রহস্যের কথা মানুষের সামনে বলে বেড়ানো। বর্তমান যুগে আমরা দেখছি, মুষ্টিমেয় মানুষ এই জঘন্য কাজ করছে। অত্যন্ত নিন্দনীয় ও কদর্য কাজ এটি। আর মানুষকে কেবল মৌখিকভাবেই বলে বেড়ায় না, বরং হোয়াটস্অ্যাপ ও অন্যান্য মাধ্যমে বা টুইটারের মাধ্যমে

যুগ ইমামের বাণী

"যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুগুলিকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ প্রিয়ভাজন হওয়ার সম্মান লাভ হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪))

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

২ পাতার পর .....

সেই লোকেদের অন্তর্ভূক্ত হবেন যাদের সালেহাত বলা হয়। সেই সালেহাত হবেন যারা আল্লাহতা'লার পছন্দ বান্দী বা দাসী। .....যাদেরকে আল্লাহতা'লা ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেন। .....এই জেহাদেরই বর্তমানে প্রয়োজন রয়েছে। .....নিজেদের চরিত্রকে উক্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর জেহাদ। নেকিকে সম্প্রসারণ করার জেহাদ। পাপ হতে দূরে থাকার ও দূরে রাখার জেহাদ। ..... *(১৭ সেপ্টেম্বর জার্মানি)*

আমি এখন খুবই সংক্ষেপে হুজুর আনোয়ার (আইঃ) এর উপদেশাবলীর আলোকে তরবিয়্যতের কিছু দিক আপনাদের সম্মুখে বর্ণনা করলাম। পরিশেষে সৈয়্যেদনা হুজুর আনোয়ার (আইঃ) এর বার্তা যা আহমদী নারীদেরকে দিয়েছেন উপস্থাপন করে নিজের বক্তৃতা শেষ করছি। এবং দোয়া করি যে, আল্লাহতা'লা আমাদেরকে আমাদের প্রিয় আক্বার (প্রভূ) কল্যাণময় ইচ্ছানুসারে নিজ দায়িত্বাবলীকে পালন করার তৌফিক দান করুন। (আমিন)

হুজুর বলেন যে, :

"হে সৌভাগ্যবান আহমদী মায়েরা! যারা মহানবী (সাঃ)-এর নির্দেশে লাব্বায়েক বলে এই জামানার ইমামকে চিনেছেন, (এবং) তার অনুসরণের জোয়াল নিজেদের কাঁধে রেখেছেন, পৃথিবীর বিরোধীতাকে ডেকে এনেছেন এবং অঙ্গীকার করেছেন যে, আমরা সর্বদা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দিব। নিজ নিজ আত্মসমীক্ষা করুন এবং দেখুন যে, আমরা কোথাও এই অঙ্গীকার হতে দূরে সরে যাচ্ছিনা তো ? আমাদের ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেওয়া শুধুমাত্র নিজ স্বার্থের গণ্ডি পর্যন্তই থেকে যাইনি তো? কি আমরা সেটাকে আগে বিস্তার করছি। কি আমরা সেই অঙ্গীকারকে আগে নিজেদের সন্তানদের মাঝে প্রচলন করে দিয়েছি? কি আমাদের কোলে লালিতরা ইবাদুর রহমান (রহমানের বান্দা) ও সালেহীন (সত্যবাদী)-দের দলভূক্ত বলার অধিকারী ? কি আল্লঅহতা'লা যে আমানত আমাদের দায়িত্বে দিয়েছিলেন, সেই আমানত যা আল্লাহতা'লা আমাদের গর্ভ হতে এইজন্য জন্ম দিয়েছিলেন যে, আমরা তাকে মহানবী (সাঃ)-এর উম্মতে শামিল করে আল্লাহতা'লার নিকট উপহার স্বরূপ উপস্থাপন করতে পারি, তাদের তরবিয়্যত করেছিলাম ?

আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা কি খায়রে উম্মত বা শ্রেষ্ঠ জাতি বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য? যদি হ্যাঁ তে উত্তর হয় তাহলে কল্যাণমণ্ডিত হোন। যদি না তে উত্তর হয় তাহলে এ-সব কিছু হাসিল করার জন্য আপনাদের নিজের সংশোধনও করতে হবে। আর যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে নিজেদের স্বামীদেরও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের পরিবারের পরিবেশকে ও এমন পবিত্র করতে হবে যেখানে স্বামী-স্ত্রীর পরিবেশ নেক ও পবিত্র পরিবেশের জন্ম দেয়। আর এভাবে প্রত্যেক আহমদী পরিবার একটা নেক ও পবিত্র পরিবেশ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাবে। যার ফলে যে সন্তান জন্মলাভ করবে যে সন্তান বেড়ে উঠবে সে সালেহীনদের মধ্যে থেকে হবে। নিজেদের মর্যাদা ও উৎকর্ষতাকে চিনুন। কোন আহমদী নারী সমাজের সাধারণ নারীর মত নয়। আপনারা তো সেই মা যাদের সম্পর্কে কোদার রসূল (সাঃ) শুভ সংবাদ দিয়েছেন যে, জান্নাত তোমাদের পায়ের নিচে রয়েছে। ..... অতএব একটা নতুন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে এবং দোয়ার মাধ্যমে নিজেদের সন্তানদের তরবিয়্যতের প্রতি দৃষ্টি দিন। আপনারা তো সৌভাগ্যবান যে, খোদার পবিত্র রসূল (সাঃ) এবং মসীহে পাক (আঃ) এর দোয়া ও আপনাদের সঙ্গে রয়েছে।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সাহায্য কর এবং আমাদের সন্তানদেরকেও ইসলামের প্রতি প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্ করুন যে, আপনারা সকলে নিজেদের সন্তানদের সঠিক তরবিয়্যত কারিণী এবং তার হক আদায়কারিণী হোন। আমিন- আল্লাহুম্মা আমিন।"

(বক্তৃতা জলসা সালানা ইউ. কে. ২০০৩)

****

যুগ খলীফার বাণী

"আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভ হবে।"

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)**

সেটিকে ছড়িয়ে দেয়। নিঃসন্দেহে এটি সবথেকে বড় বিশ্বাসঘাতকতা, যা আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেছেন। আর যদি স্বামী-স্ত্রী পৃথকও হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও পরস্পররের গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার অধিকার নেই কারো। এটি অনেক বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ্ তালা এবিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট রয়েছে সেটি হল বিনয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: রহমান খোদার প্রকৃত বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দগতিতে চলে। অজ্ঞরা যখন তাদেরকে সঙ্গে কথা বলে, তারা তখন তাদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয় না, বরং বলে আমরা তোমার জন্য শান্তি প্রার্থনা করছি। একথা বলে তারা পৃথক হয়ে যায়। বৃথা কথা বলে না। এ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ কিরূপ ছিল? হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আঁ হযরত (সা.) কে একথা বলতে শুনেছি যে, আমার খুব বেশি প্রশংসা করবে না, যেমনটি খৃষ্টানরা ঈসা ইবনে মরিয়মের করে থাকে। আমি কেবল খোদার বান্দা। কাজেই তোমরা আমাকে শুধু খোদার বান্দা ও রসূল নামে ডাকবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একবার বলেন, আমাদের নবী (সা.) -এর থেকে পূর্ণতম মানুষের দৃষ্টান্ত নেই, ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্তও থাকবে না। অতঃপর লক্ষ্য করুন, নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা পাওয়া সত্ত্বেও তিনি সব সময় নিজের বান্দেগীকেই প্রধান্য দিয়ে এসেছেন। এবং বার বার একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন-'ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম।' এমনকি একত্ববাদের কলেমায় নিজের বান্দেগীর স্বীকারুক্তিকে অনিবার্য করেছেন, যেটি ব্যতিরেকে একজন মুসলমান মুসলমান হতে পারে না। পারিবারিক জীবনেও তাঁর বিনয় এবং গৃহকত্রীকে সাহায্য করা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসুল করীম (সা.) সংসারের নিত্যদিনের কাজে সাহায্য করতেন। তিনি কাপড় নিজে ধুতেন। ঘরে ঝাড়ু ও দিতেন, উট বাঁধতেন, পানি বহনকারী জীবজন্তুদেরকে তিনি নিজেই খাওয়াতেন। ছাগলের দুধ দোহন করতেন, নিজের ব্যক্তিগত কাজও নিজেই করতেন। সেবককে দিয়ে কোনও কাজ করালে, সেই কাজে তিনিও সঙ্গ দিতেন। এমনকি তার সঙ্গে বসে আটাও প্রস্তুত করতেন এবং বাজার থেকে নিজের মালপত্র নিজেই বয়ে নিয়ে আসতেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতঃপর আঁ হযরত (সা.) বলেছেন তোমরা সোজা থাক, সোজা থাক আর শরিয়তের নিকটবর্তী থেকো। সকাল-সন্ধ্যা এবং রাত্রিকালে ইবাদত কর। মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। ইবাদত কর, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। প্রত্যেক বিষয়ে মধ্যপন্থা আবশ্যক। জাগতিকতার মধ্যে লিপ্ত হয়ো না। জাগতিকতা করার বৈধ অধিকার প্রদান করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা। কিন্তু মধ্যপন্থা থাকা কাম্য। খোদাকে ভুলে বসো না। যেখানে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের প্রশ্ন আসে, সেদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। আর তাঁর অধিকার প্রদানের জন্য চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু খোদা তা'লার বিপরীতে জাগতিকতাকে স্থান দেওয়া উচিত নয়। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এই শর্তটি পালন হলেই তোমাদের নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে, খোদা তা'লার কৃপাধন্য হবে। অতএব এবিষয়টি দ্বারা একদিকে যেমন আঁ হযরত (সা.)-এর বিনয় প্রকাশিত হচ্ছে। অপরদিকে আল্লাহ্র ভীতিও যেন প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, যখন আমার অবস্থা এরূপ, তখন তোমাদেরকে কি পরিমাণ খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে হবে এবং তাঁর করুণা যাচনা করতে হবে? আল্লাহ্র কৃপা ও দয়া প্রার্থনা করার উৎকণ্ঠা থাকতে হবে। আল্লাহ্র কৃপা ও দয়ায়ই তাঁর পুরস্কাররাজির অধিকারী করবে। আমরা কোন্ পথ দিয়ে গৃহীত হব সেকথা বলা যায় না। কাজেই সেই কৃপা ও করুণা অর্জনের জন্য আমাদেরকে নিজেদের ইবাদত এবং উচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ(আ) এক স্থানে আঁ হযরত

এরপর ৮ পাতায়....

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: **Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 27 Feb , 2020 Issue No.9

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

নিজেদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করুন, আর তাকওয়া নামে নয় বরং পুণ্যকর্মের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

খোদা তা'লার সঠিক অর্থে ইবাদত তখনই হবে যখন আমরা নামায প্রতিষ্ঠাকারী হব। প্রত্যেক আহমদীকে নিজের নিজের নামাযের সুরক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

আপনি যদি নিজে নামায কায়েমকারী হন আর সন্তান-সন্ততিকেও নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তবে তরবীয়ত সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধান নিজেই হয়ে যাবে।

ইতালির ত্রয়োদশতম বাৎসরিক জলসা (২০১৯) উপলক্ষ্যে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর বিশেষ বার্তা

জামাত আহমদীয়া ইতালি-র প্রিয় সদস্যবর্গ

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু

আলহামদোলিল্লাহি, জামাত আহমদীয়া ইতালি তাদের জলসার আয়োজন করার তৌফিক লাভ রছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এই জলাসাকে সার্বিক সফলতা দান করুন এবং এর আধ্যাত্মিক আশিসরাজি থেকে লাভবান হওয়ার তৌফিক দান করুন। মনে রাখবেন যে এটি এক ধর্মীয় সমাবেশ, কাজেই এই সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদেরকে যিকরে ইলাহি, খোদার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। কিছুদিন পূর্বেই আপনারা রমযান মাসে রোযা রাখার এবং ইবাদত করার তৌফিক পেয়েছেন। আপনাদের প্রতি আমার বার্তা হল রমযান মাসের এই সব ইবাদত এবং পুণ্যময় পরিবর্তনকে ভবিষ্যত জীবনের স্থায়ী অংশ করে নিন। নিজেদের উন্নত দৃষ্টান্ত মেলে ধরুন। কেবল নামসর্বস্ব আহমদী হওয়া যথেষ্ট নয়। নিজেদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করুন, আর তাকওয়া নামে নয় বরং পুণ্যকর্মের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে কারণে প্রতি প্রত্যাদিষ্ট করেছেন সেটি এই যে তাকওয়ার স্থান শূন্য পড়ে রয়েছে। তাকওয়া থাকা আবশ্যক। .... যদি তোমরা তাকওয়াশীল হও, তবে সারা পৃথিবী তোমাদের সঙ্গে থাকবে। অতএব, তাকওয়া সৃষ্টি কর। যারা সুরা পান করে বা যাদের ধর্মে বৈশিষ্টের মধ্যে সুরা অন্যতম, তাদের সঙ্গে তাকওয়ার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। তারা পুণ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদের জামাতকে পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাকওয়া ও পবিত্রতায় উন্নতির করার সৌভাগ্য দান করে, তবে সেটিই বড় সফলতা হিসেবে পরিগণিত হবে, এর থেকে অধিক কার্যকরী আর কিছু হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৪৫, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল:২০০৩)

এর পর রয়েছে নামায, যে বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। আমি এর প্রতি বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। খোদা তা'লার সঠিক অর্থে ইবাদত তখনই হবে যখন আমরা নামায প্রতিষ্ঠাকারী হব। প্রত্যেক আহমদীকে নিজের নিজের নামাযের সুরক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" যে ব্যক্তির অভ্যন্তরভাগ পাপে পরিপূর্ণ, খোদা তা'লার তত্ত্বজ্ঞান ও তাঁর নৈকট্য থেকে যে দূরে পড়ে রয়েছে, নামায হল তাকে পবিত্র করার এবং খোদার নৈকট্য প্রদানের মাধ্যম। এর মাধ্যমে সেই সকল পাপ দূরীভূত হয় এবং পরিবর্তে পবিত্র মনন সৃষ্টি হয়। নামায যে মন্দকে প্রতিহত করে' -এটিই এই ভাষ্যের মর্মার্থ।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৩, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

অতএব আপনারা নিজেরাও নামাযের সুরক্ষা করুন আর সন্তান-সন্ততিকেও নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি নিজে নামাযের প্রতি নিয়মনিষ্ঠ হবেন, নিজের ব্যবহারিক নমুনা তুলে ধরবেন, ততক্ষণ আপনার সন্তান-সন্ততিও নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। আপনি যদি নিজে নামায কায়েমকারী হন আর সন্তান-সন্ততিকেও নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তবে তরবীয়ত সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধান নিজেই হয়ে যাবে।

আত্ম-সংশোধন যথারীতি একটি জিহাদ বা সংগ্রাম যা নিরন্তর চালিয়ে যাওয়া উচিত। সব সময় আত্ম-সমীক্ষা করতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন করার তৌফিক দান করুন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন আর আপনারা যেন সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্যদানকারী হন। আমীন

ওয়াসসালাম

মির্যা মসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

-বিশেষ ঘোষণা

সারা বিশ্বে corona virus দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে প্রতিষেধক হিসেবে নিম্নোক্ত ঔষধ সেবন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম:

1. ACONITE-200
2. ARSENIC ALB -200
3. GELSINIUM-200

এই তিনটি ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে দুইবার সেব্য।

দ্বিতীয়ঃ

CHELIDONIUM MAJ-Q

প্রত্যহ দশ ফোঁটা জলসহ সেব্য।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir